কৌষীতকীয় এ উপনিষদটি শাঙ্খায়ন আরণ্যকের ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ অধ্যায় নিয়ে গঠিত।
৩য় ২য় ৩য় ৪র্থ অধ্যায় ৪

কৌষীতকি ৭ ১৫ ৮ ২০ অনুচ্ছেদ/কণ্ডিকা ৫০

ওঁ যত্ কৌষীতকীবিদ্যাবেদ্যপ্রজ্ঞাপরক্রমম প্রতিযোগিবিনির্মুক্তং ব্রহ্মমাত্রং বিচিন্তয়ে

ওঁ বাঙ্মে - - - - - - - - - অবতু মামবতু বক্তারম্। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

চিত্রো হ বৈ গার্গ্যায়নির্যক্ষ্যমাণ আরুণিং বব্রে, স হ পুত্রং শ্বেতকেতুং প্রজিঘায় যাজয়েতি;

তং হাভ্যাগতং পপ্রচ্ছ, গৌতমস্য পুত্রাস্তি সংবৃতং লোকে যস্মিন্মাধাস্যস্যন্যমহো বদ্ধ্বা তস্য,
(হ অভ্যাগতং) (সংবৃতমি গুহ্যস্থান) (যস্মিন মা ধাস্যসি, অন্যতমো)

মা লোকে ধাস্যসীতি; স হোবাচ, নাহমেতদ্বেদ, হন্তাচার্যং পৃচ্ছানীতি স হ পিতরমাসাদ্য
(নাহম্ এতদ বেদ) (পিতরং আসাদ্য)

পপ্রচ্ছেতীতি মা প্রাক্ষীতকথং প্রতিব্রবাণীতি, স হোবাচাহমপ্যেতন্ন বেদ, সদস্যেব বয়ং
(পপ্রচ্ছ ইতীতি) (প্রাক্ষীৎ কথং) (হোবাচ, অহম অপি এতৎ ন বেদ, সদসি এব)

স্বাধ্যায়মধীত্য হরামহে যন্নঃ পরে দদত্যেহ্যুভৌ গমিষ্যাব ইতি, স হ সমিত্পাণিশ্চিত্রং
(স্বাধ্যায়ম্ অধীত্য) (যন নঃ) (দদতি, এহি উভৌ)

গার্গ্যায়নিং প্রতিচক্রম উপায়ানীতি; তং হোবাচ, ব্রহ্মার্হোসি, গৌতম, যো মানমুপাগা, এহি ব্যেব ত্বা জ্ঞপয়িষ্যামীতি॥১॥
(যো ন মানম্ উপাগাঃ,) (অমুং জ্ঞাপয়িষ্যামি)

চিত্র গার্গ্যায়নী যজ্ঞ করার মানসে আরুণিকে (গৌতম উদ্দালক) বরণ করেছিল, সে তার পুত্র শ্বেতকেতুকে 'যাও
(বৃ ৬.২.১ (উদ্দালক) ছাঁ ৫.২.২)
যজ্ঞ কর' বলে পাঠালো। সে যখন পৌঁছালো, সে (চিত্র) জানতে চাইলো, 'হে গৌতম পুত্র, বিশ্বে এমন কোন গুহ্যস্থান আছে কি যেখানে আমায় তুমি ঠাঁই দিতে পার?' 'এটা আমার জানা নেই, তবে পিতার কাছে জানতে চাইতে পারি।' সে বললো। শ্বেতকেতু পিতার কাছে গিয়ে জানতে চাইলো, 'সে এমনটা জিজ্ঞেস করেছে, আমি এর উত্তরে কী বলবো?' সে বললো, 'এটা আমারও জানা নেই। তার কাছেই শিক্ষা নেয়া যাক তাহলে। চল আমরা উভয়েই যাই।' অতঃপর হাতে জ্বালানী নিয়ে চিত্র গার্গ্যায়নীর কাছে উপস্থিত হয়ে বললো, 'আপনার সামনে উপবেশন করতে পারি কি?' সে বললো, 'হে গৌতম! আপনি ব্রহ্মজ্ঞানের উপযুক্ত যেহেতু আপনি কুণ্ঠিত হননি। আমি তা আপনাকে বুঝাতে সাহায্য করবো।'

স হোবাচ, যে বৈ কে চাস্মাল্লোকাৎ প্রয়ন্তি চন্দ্রমসমেব তে সর্বে গচ্ছন্তি, তেষাং প্রাণৈঃ পূর্বপক্ষ
(চাস্মাৎ লোকাৎ) (প্রয়ন্তি)

আপ্যায়তেঽথাপরপক্ষে ন প্রজনয়ত্যেতদ্বৈ স্বর্গস্য লোকস্য দ্বারং, যশ্চন্দ্রমসং প্রত্যাহ
(প্রজনয়তি, এতদ বৈ) (যঃ চন্দ্রমাসং তং যঃ প্রতি আহ)

তমতিসৃজতেঽথ য এনং প্রত্যাহ তমিহ বৃষ্টির্ভূত্বা বর্ষতি স ইহ কীটো বা, পতঙ্গো বা, শকুনির্বা,
(অথ) (তম অতিসৃজতে যো) (প্রতি আহ তম ইহ বৃষ্টির্ভূত্বা)

বরাহো বা,

শার্দূলো বা, সিংহো বা, মৎস্যো বা, পরশ্বা বা, পুরুষো বান্যো বৈতেষু স্থানেষু প্রত্যাজায়তে,

বা, অন্যঃ বা এতেষু

Topic .... Date ....

যথাকর্মং যথাবিদ্যং, তমাগতং পৃচ্ছতি কোঽসীতি, তং প্রতিব্রূয়াদ্বিচক্ষণাদৃতবো রেত আভৃতং

তম্ আগতং ... প্রতিব্রূয়াৎ বিচক্ষণাদ ঋতবো

পঞ্চদশাৎপ্রসূতাৎপিত্র্যাবতস্তন্মা পুংসি কর্তর্যেরয়ধ্বং পুংসা কর্ত্রা মাতরি মাসিষিক্ত: স

তন মা

জায়মান উপজায়মানো দ্বাদশত্রয়োদশ উপমাসো দ্বাদশত্রয়োদশেন পিত্রা সন্তদ্বিদেহং প্রতিতদ্বিদেহং,

পিত্রাসং তদ বিদে হম প্রতি তদ বিদেহং,

তন্ম ঋতবো মর্ত্যব আরভধ্বং তেন সত্যেন তপসর্তুরস্ম্যার্তবোঽস্মি কোঽসি, ত্বমস্মীতি, তমতিসৃজতে॥ ১.২

তন মা ... আরভধ্বং ... তপসা ঋতুর অস্মি আর্তবো 'স্মি, ... ত্বম অস্মীতি. তম অতিসৃজতে

অতঃপর সে বললেন, যারা এ পৃথিবী থেকে চলে যায় (মারা যায়), তারা, বাস্তবিকই, চন্দ্রে গমন করে। প্রথমার্ধে (শুক্লপক্ষে) প্রাণসমূহ চাঁদে ফিরে যায়, অপরার্ধে সেগুলো আবার জন্মায়। চাঁদ স্বর্গলোকের দ্বার। যে ব্যক্তি সঠিকভাবে উত্তর দেয়, চাঁদ তাকে মুক্তি দেয়. কিন্তু যারা দেয় না, সে বৃষ্টি হয়ে মাটি ও পৃথিবীতে বৃষ্টি হয়ে এখানে ফিরে আসে, কীট কিংবা বা পতঙ্গ বা পাখি বা শার্দূল বা সিংহ বা মাছ বা বরাহ বা সাপ বা পুরুষ বা অন্য কিছু হয়ে, সে আবার ফিরে আসে তার কর্মানুসারে, তার জ্ঞানানুসারে, যখন সে ফিরে আসে, সে জিজ্ঞাসা করে 'কে তুমি'? সে জানায়, 'হে ঋতুসমূহ! সুদূর জ্যোতিষ্ক থেকে বীজ সংগৃহীত হয়েছে, পঞ্চদশ স্তরে পূর্বপুরুষদের আবাস হতে উৎপন্ন হয়েছে, পাঠানো হয়েছে এক পুরুষের মধ্যে এক ক্রিয়া হিসেবে, এক পুরুষের সাথে ক্রিয়ক হিসেবে, মাতার মধ্যে ঢেলে দেয়া হয়েছে, তাই আমি জন্মেছি, পিতার বারো বা তেরো মাসের সাথে একীভূত হয়ে দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ মাসে জন্মেছি, এ জ্ঞানের জন্য, এ জ্ঞানের বিপরীতে. হে ঋতুগণ! এ সত্যের দ্বারা আমাকে অমরত্ব এনে দাও। এ জ্ঞানের জন্য আমি ঋতু(র) ঋতুদের সাথে যুক্ত, 'কে তুমি? (আমি জিজ্ঞাসে)' 'আমিই তুমি' সে জবাব দেয় ও সে তাকে মুক্ত করে।

স এতং দেবযানং পন্থানমাপদ্যাগ্নিলোকমাগচ্ছতি, স বায়ুলোকং, স বরুণলোকং, স

পন্থানং আপদ্যাগ্নি লোকম্ আগচ্ছতি ... আদিত্যলোকং

আদিত্যলোকং, স ইন্দ্রলোকং, স প্রজাপতিলোকং, স ব্রহ্মলোকং, তস্য হ বা এতস্য ব্রহ্মলোকস্যা-

রো হ্রদো মুহূর্তা যেষ্টিহা বিরজা নদী ইল্যো বৃক্ষঃ সালজ্জ্যং সংস্থানমপরাজিতমায়তন-

বিজরা ... সালজ্জ্যং সংস্থানম্, অপরাজিতম্ আয়তনং,

মিন্দ্রপ্রজাপতী দ্বারগোপৌ, বিভুং প্রমিতং, বিচক্ষণাসন্দ্যমিতৌজাঃ পর্যঙ্কঃ, প্রিয়া চ মানসী,

ইন্দ্র প্রজাপতি ... অমিতৌজাঃ

প্রতিরূপা চ চাক্ষুষী, পুষ্পাণ্যাদায়াবয়তৌ বৈ চ জগত্যম্বাশ্চাম্বায়বীশ্চাপ্সরসোঽম্বয়া নদ্যস্তম্-
পুষ্পানি আদায়াবয়তৌ (জগত্য অম্বা চ অম্বায়বী: চ অপ্সরসঃ অম্বয়া নদ্যঃ, তম্

Topic .... Date ....

মিত্থংবিদ আগচ্ছতি, তং ব্রহ্মাহাভিধাবত, মম যশসা বিজরাং বায়ং নদীং প্রাপন্নবায়ং জিরীষ্যতীতি ॥ ১.৩
ইত্থং-বিদ বা অয়ং প্রাপন্ন বা অয়ং / জরিষ্যতি

দেবতাদের এ পথে ঢুকে সে অগ্নিলোকে, তারপর বায়ুলোকে, অতঃপর বরুণলোকে, তারপর আদিত্যলোকে,
হ৪.৪.২ তারপর ইন্দ্রলোকে, তারপর প্রজাপতিলোকে, অতঃপর ব্রহ্মলোকে পৌঁছে সে ব্রহ্মলোকে রয়েছে ~~[illegible]~~ আর হ্রদ (শত্রু),
যেষ্টিহ মুহূর্ত (কামবৃন্দ), বিজরা নদী (জরাহীন), ইল্য বৃক্ষ, সালজ্য নগর, অপরাজিত আবাস, দু' দ্বাররক্ষী ইন্দ্র ও প্রজাপতি,
বিভু মিলনায়তন, বিচক্ষণ সিংহাসন, অমিতৌজা আসন, প্রিয়া মানসী ও তার প্রতিরূপ চক্ষুষী, উভয়েই ফুল
গ্রহণ করছে আর বুনে চলেছে জগৎকে, মাতাদেরকে, সেবিকাদেরকে, অপ্সরাদেরকে ও নদীদেরকে। এ লোকাদি সম্পর্কে যে জানে সে
এখানে গমন করে। তার কাছে ব্রহ্ম ছুটে আসেন ও বলেন 'এ বড় গৌরবের ব্যাপার, যে এ বিজরা নদীতে
পৌঁছে যায় সে আর বয়সে বৃদ্ধ হবে না।'

তং পঞ্চশতান্যপ্সরসাং প্রতিধাবন্তি, শতং মালাহস্তাঃ, শতমাঞ্জনহস্তাঃ, শতং চূর্ণহস্তাঃ, শতং বাসোহস্তাঃ,
প্রতিযান্তি ফলহস্তাঃ, ফল (অলংকার) অঞ্জন চূর্ণ বাসো

শতং ফণাহস্তাস্তং ব্রহ্মালঙ্কারেণালঙ্কুর্বন্তি, স ব্রহ্মালঙ্কারেণালঙ্কৃতো ব্রহ্ম বিদ্বান ব্রহ্মৈবাভিপ্রৈতি,

স আগচ্ছত্যারং হ্রদং, তন্মনসাত্যেতি, তমৃত্বা সংপ্রতিবিদো মজ্জন্তি, স আগচ্ছতি মুহূর্তান্যে-
আর তম্ ঋত্বা মুহূর্তান্

ষ্টিহাংস্তেঽস্মাদপদ্রবন্তি, স আগচ্ছতি, বিজরাং নদীং তাং মনসৈবাত্যেতি, তৎসুকৃতদুষ্কৃতে ধূনুতে বা,

তস্য প্রিয়া জ্ঞাতয়ঃ সুকৃতমুপযন্ত্যপ্রিয়া দুষ্কৃতং, তদ্যথা রথেন ধাবয়ন্রথচক্রে পর্যবেক্ষেত
সুকৃতং উপযান্তি অপ্রিয়া তদ্ যথা ধাবয়ন রথচক্রে

এবমহোরাত্রে পর্যবেক্ষেত এবং সুকৃতদুষ্কৃতে সর্বাণি চ দ্বন্দ্বানি, স এষ বিসুকৃতো বিদুষ্কৃতো

ব্রহ্ম বিদ্বান্ব্রহ্মৈবাভিপ্রৈতি ॥ ১.৪

পাঁচশো অপ্সরা ছুটে আসে তার কাছে, শত মালা (বা ফল = অলংকার) হাতে, শত অঞ্জন হাতে, শত অঞ্জন
হাতে, শত চূর্ণ (মিহি সুগন্ধী) হাতে, শত পোশাক হাতে। তারা তাকে ব্রহ্মাদরে আদর করে, সে ব্রহ্মাদরে
আদৃত হয়ে ব্রহ্মমুখী এগিয়ে যায়। সে পৌঁছে আর হ্রদে আর মনের দ্বারা সে তা পেরিয়ে যায়, যে
শুধু বর্তমানকে আঁকড়ে থাকে সে তলিয়ে যায়। সে মুহূর্ত যেষ্টিহতে আসে, তারা পালায়। সে আসে
বিজরা নদীতে, শুধু তার মন দিয়েই সে তা পেরোয়। এখানে সে ঝেড়ে ফেলে তার সুকৃতি-দুষ্কৃতি।

তার প্রিয়রা পায় তার সুকৃতি ও অপ্রিয়রা পায় দুষ্কৃত। যেমনটি রথচালক রথের দু চাকা শুধু দেখে (সে ছোঁয় না), যেমনটি দিন ও রাতকে দেখে, দেখে সুকৃতি-দুষ্কৃতিকে আরও এমন বৈপরীত্যাদি শুধু দেখেই (সে জড়িয়ে যায় না), সেভাবেই ঐ জন সুকৃতি-দুষ্কৃতি থেকে মুক্ত হয়ে ব্রহ্মবিদ ব্রহ্ম গমন করে।

স আগচ্ছতি ইল্যং বৃক্ষং, তং ব্রহ্মগন্ধঃ প্রবিশতি(সে) আগচ্ছতি সালজ্যং সংস্থানং, তং ব্রহ্ম
(সালজ্যং)

রসঃ প্রবিশতি আগচ্ছত্যপরাজিতমায়তনং, তং ব্রহ্মতেজঃ প্রবিশতি(সে) আগচ্ছতীন্দ্রপ্রজাপতী
(আগচ্ছতি অপরাজিতং আয়তনং) (আগচ্ছতি ইন্দ্র প্রজাপতী)

দ্বারগোপৌ তাবস্মাদপদ্রবতঃ স আগচ্ছতি বিভুপ্রমিতং, তং ব্রহ্মযশঃ প্রবিশতি স আগচ্ছতি বিচক্ষণা-
(তৌ অস্মাদ অপদ্রবত) (বিচক্ষণাং)

মাসন্দীং বৃহদ্রথন্তরে সামনী পূর্বৌ পাদৌ, শ্যৈত নৌধসে চাপরৌ পাদৌ, বৈরূপবৈরাজে শাক্বর-
(আসন্দীং) (বৃহৎ রথন্তরে) (শ্যৈত)

রৈবতে তিরশ্চী, স প্রজ্ঞা প্রজ্ঞয়া হি বিপশ্যতি, স আগচ্ছত্যমিতৌজসং পর্যঙ্কং, স প্রাণস্তস্য
(আগচ্ছতি অমিতৌজসং) (প্রাণঃ তস্য)

ভূতং চ ভবিষ্যচ্চ পূর্বৌ পাদৌ, শ্রীশ্চেরা চাপরৌ, বৃহদ্রথন্তরে অনূচ্যে ভদ্রযজ্ঞাযজ্ঞীয়ে
(ভবিষ্যৎ চ) (শ্রীশ্চ ইরা)

শীর্ষণ্যমৃচশ্চ সামানি চ প্রাচীনাতানং, যজুংষি তিরশ্চীনানি সোমাংশব উপস্তরণমুদ্গীথ উপশ্রীঃ
(শীর্ষণ্যং, ঋচঃ চ) (উপস্তরণম্ উদ্গীথ উপশ্রী চ)

যঃ শ্রীরুপবর্হণং, তস্মিন্ব্রহ্মাস্তে, তমিত্থংবিৎপাদেনৈবাগ্র আরোহতি, তং ব্রহ্মাহ কোঽসীতি, তং প্রতিব্রূয়াৎ ॥ ১.৫
(শ্রীঃ উপবর্হণং) (তস্মিন ব্রহ্মাস্তে) (তম ইত্থং বিৎ) (কঃ অসি ইতি)

সে ইল্য বৃক্ষের কাছে গমন করে আর তার ভেতরে ব্রহ্মগন্ধ প্রবেশ করে, সে সালজ্য বৃক্ষের কাছে গেলে ব্রহ্মরস তার ভেতর প্রবেশে, সে অপরাজিত আবাসে গমন করে ব্রহ্মতেজ তার ভেতরে প্রবেশ করে, সে দ্বাররক্ষী ইন্দ্র ও প্রজাপতির কাছে গমন করে তারা সরে যায়, সে বিভু (নামী) মিলনায়তনে গমন করলে ব্রহ্মযশ তার মধ্যে প্রবেশ করে, সে বিচক্ষণ (নামী) সিংহাসনের কাছে গমন করে (সে আসনের) সামনের দু'পায়া বৃহৎ ও রথন্তর সাম(মন্ত্র) শ্যৈত ও নৌধস (নামী সামমন্ত্রদ্বয়) তার পেছনের দু'পা, বৈরূপ ও বৈরাজ, শাক্বর ও রৈবত তার পাশ, এ সেই প্রজ্ঞা যে প্রজ্ঞা দ্বারা কেউ দেখতে পায়, সে অমিতৌজস আসনে গমন করে, যা প্রাণ (বায়ু), ভূত ও ভবিষ্যৎ তার পূর্বপদ, শ্রী (উন্নতি/সৌভাগ্য) ও ইরা (পৃথিবী) তার পশ্চাৎ পদ, ভদ্র ও যজ্ঞাযজ্ঞীয় তার শীর্ষ (প্রেমা/মুকুট), বৃহদ ও রথন্তর (নামী সাম) তার লম্ব/দীর্ঘ ঘান, ঋক ও সাম মন্ত্র তার দৈর্ঘ্য, যজুমন্ত্র প্রস্থ, চন্দ্রালোক (সোম) তার চাদর, উদ্গীথ চাদরিকা, শ্রী বালিশ, এর উপর ব্রহ্মা আসীন হন, যে এটি জানে সে প্রথমেই যায় এক পদক্ষেপেই

★ ব্রহ্মাসনের এ বর্ণনা আছে ১২.৩.৩-৯ এ ব্রাত্যাসন ও ঐত্রা ৮.১২ এর ইন্দ্রাসনের বর্ণনাতুল্য।

ব্রহ্ম তাকে জিজ্ঞেস করে 'কে তুমি?' সে জবাব দেয় —

ঋতুরস্ম্যার্তবোঽস্ম্যাকাশাদ্যোনেঃ সম্ভূতো ভার্যায়ৈ রেতঃ সংবৎসরস্য তেজোভূতস্য ভূতস্যাত্ম-
ঋতুরস্মি আর্তবোঽস্মি আকাশাদ্ যোনেঃ তেজঃ, ভূতস্যাত্মা,

ভূতস্য ত্বমাত্মাসি, যস্ত্বমসি সোঽহমস্মীতি, তমাহ কোঽহমস্মীতি, সত্যমিতি, ব্রূয়াৎকিং
ত্বম্ আত্মাসি যস্ ত্বম্ অসি তম্ আহ সত্যম্ ইতি ব্রূয়াৎ, কিম্,

তদ্যৎসত্যমিতি, যদন্যদ্দেবেভ্যশ্চ প্রাণেভ্যশ্চ তৎসদথ যদ্দেবাশ্চ প্রাণাশ্চ তত্ত্যং, তদেতয়া
তদ্ যৎ সত্যম্ ইতি যদ্ অন্যদ্ দেবেভ্যশ্চ প্রাণেভ্যশ্চ তৎ সদ্, অথ যদ্ দেবাশ্চ প্রাণাশ্চ তৎ ত্যম্, তদ্ এতয়া

বাচাভিব্যাহ্রিয়তে সত্যমিত্যেতাবদিদং সর্বমিদং সর্বমসীত্যেবৈনং তদাহ, তদেতচ্ছ্লোকেনাভ্যুক্তম্ ॥ ১.৬
সত্যম্ ইতি, এতাবদ্ ইদং সর্বম্ ইদং সর্বম্ অসীতি এবৈনং তদ্ আহ তদ্ এতচ্ শ্লোকেনাভ্যুক্তম্

'আমি ঋতু, আমি ঋতুযুক্ত, উৎসরূপ আকাশ হতে আমি বীজ(রেত) রূপে জেগেছি এক স্ত্রীর নিমিত্তে, ~~সম্ভূত হয়ে~~, বৎসরব্যাপী তেজরূপে, সর্বভূতের একক আত্মারূপে অদ্ভুত হই।' 'তুমি ~~[illegible]~~ যা আমি, তাই!' সে (ব্রহ্ম) তাকে বলে 'কে আমি?' সে বলে 'সত্য', 'কী এই সত্য?' 'যা দেবাদি ও প্রাণাদি থেকে ভিন্ন, তাই সৎ, তবে দেবাদি ও প্রাণাদি ত্যম্, তাই একে সত্যম বলে বর্ণিত ~~করা~~ হয়, এ সকল × সব কিছু, যা কিছু আছে তার সবই তুমি', সে তাকে তাই বলে, এটা শ্লোকেও (ঋক) উক্ত আছে —

'যজূদরঃ সামশিরা অসাবৃঙ্মূর্তিরব্যয়ঃ স ব্রহ্মেতি হি বিজ্ঞেয় ঋষির্ব্রহ্মময়ো মহানিতি, তমাহ কেন মে

পৌংস্রানি নামান্যাপ্নোতীতি, প্রাণেনেতি ব্রূয়াৎকেন স্ত্রীনামানীতি, বাচেতি, কেন নপুংসকনামানীতি,
ব্রূয়াৎ, কেন

মনসেতি, কেন গন্ধানিতি, প্রাণেনেতি, ব্রূয়াৎকেন রূপাণীতি চক্ষুষেতি, কেন শব্দানিতি, শ্রোত্রেণেতি, কেনান্নরসা-
(উপরে: প্রাণেনেতি, রূপাণীতি)

নিতি, জিহ্বয়েতি, কেন কর্মাণীতি, হস্তাভ্যামিতি, কেন সুখদুঃখে ইতি, শরীরেণেতি, কেনানন্দং রতিং

প্রজাতিমিত্যুপস্থেনেতি, কেনেত্যা ইতি, পাদাভ্যামিতি, কেন ধিয়ো বিজ্ঞাতব্যং কামানিতি, প্রজ্ঞয়েতি,
প্রজাতিম্ ইতি, উপস্থেনেতি কেন ইত্যা
গতি
movements

ব্রূয়াত্তমাহ আপো বৈ খলু মে হ্যসাবয়ং তে লোক ইতি, সা যা ব্রহ্মণি চিতির্যা ব্যষ্টিস্তাং চিতিং
ব্রূয়াৎ, তম্ আহ আপো লোকঃ অয়ং সাব ব্রহ্মণো চিতির্যা চিতিং

জয়তি, তাং ব্যষ্টিং ব্যশ্নুতে, য এবং বেদ, য এবং বেদ ॥ তুলনা অথর্ব ১১.৮.১ তৈত্তিরীয় ১.১৭-১৮. ৪২-৪৪, ৪৯-৫০ ১.৭

ব্রহ্মময় যে ঋষি (মহান) যার উদর যজু (গঠিত), শির সাম, ঋক (দেহের) তার মূর্তি, ব্রহ্ম হিসেবে যাকে জানতে হয়।

'আমার পুংবাচী নামাদি পেলে কীভাবে?' সে বললো, 'প্রাণের দ্বারা', 'আমার স্ত্রীবাচক নামাদি যা পেলে কীভাবে?' 'বাক্যের দ্বারা' 'নপুংসক (ক্লীব) নামগুলো?' 'মনের দ্বারা' 'গন্ধ কীভাবে?' 'নাকে (ঘ্রাণেন্দ্রিয়) দ্বারা' 'রূপ কীভাবে?' 'চোখের দ্বারা' ~~'অন্নরস (স্বাদ) কীভাবে?' 'জিভের দ্বারা' 'সুখ-দুঃখ কীভাবে?'~~ 'শব্দ কীভাবে?' 'শ্রবণেন্দ্রিয় দিয়ে' 'অন্নরস (স্বাদ) কীভাবে?' 'জিভের দ্বারা' 'কার্য কীভাবে?' 'হাতের দ্বারা' 'সুখ-দুঃখ কীভাবে?' 'শরীর দিয়ে' 'আনন্দ রতি সন্তানের (অধিকারী হলে) কীভাবে?' 'উপস্থের দ্বারা' 'চলন কীভাবে?' 'পায়ের দ্বারা' 'চিন্তা (ধী), যা জ্ঞাত হতে হয় (বিজ্ঞাত) আর কামাদি (কাঙ্ক্ষাদি) কীভাবে?' 'প্রজ্ঞার দ্বারা' 'এ জলাদি আমারই লোকসকল, এ তোমার' যা সকল বিজয় তা ব্রহ্মেরই, যা জয় করার তা তিনিই জয় করেন, সেগুলি তার অধিকৃত সে তা পায় যে তা জানে, হ্যাঁ, সে তা জানে। ১.৭

প্রাণো ব্রহ্মেতি হ স্মাহ কৌষীতকিস্তস্য হ বা এতস্য প্রাণস্য ব্রহ্মণো মনো দূতং বাক্পরিবেষ্ট্রী চক্ষুর্গোপ্তৃ
(কৌষীতকিঃ তস্য)

শ্রোত্রং সংশ্রাবয়িতৃ যো হ বা এতস্য প্রাণস্য ব্রহ্মণো মনো দূতং বেদ দূতবান্ভবতি (যশ্চক্ষুর্গোপ্তৃ গোপ্তৃমান্ ভবতি) যো বাচং পরিবেষ্ট্রীং

(য শ্রোত্রং সংশ্রাবয়িতৃ সংশ্রাবয়িতৃমান্)

পরিবেষ্ট্রীমান্ভবতি, তস্মৈ বা এতস্মৈ প্রাণায় ব্রহ্মণ এতাঃ সর্বা দেবতা অযাচমানায় বলিং হরন্তি, তথো এবাস্মৈ

সর্বাণি ভূতান্যযাচমানায়ৈব বলিং হরন্তি, য এবং বেদ তস্যোপনিষন্ন যাচেদিতি, তদ্যথা গ্রামং ভিক্ষিত্বা-
(ভূতানি অযাচমানায়) (তস্য উপনিষদ্ ন যাচেদ ইতি তদ্ যথা)

লব্ধ্বোপবিশেন্নাহমতো দত্তমশ্নীয়ামিতি য এবৈনং পুরস্তাৎপ্রত্যাচক্ষীরংস্ত এবৈনমুপমন্ত্রয়ন্তে দদাম ত
(নাহম্ অতো দত্তম্ অশ্নীয়াম্ ইতি) (ত এবৈনং উপমন্ত্রয়ন্তে)

ইত্যেষ ধর্মো যাচতো ভবত্যন্নদাস্ত্বেবৈনমুপমন্ত্রয়ন্তে দদাম ত ইতি ॥
(এষ) (ভবতি, অন্নদাস্তু এবৈনং উপমন্ত্রয়ন্তে) ২.১

প্রাণই ব্রহ্ম, কৌষীতকি এমন বলেন, এই যে প্রাণ ব্রহ্ম, মন তার দূত, বাক তার গৃহরক্ষী, চোখ তার রক্ষক, কান তার তথ্যজ্ঞাপক। ব্রহ্মরূপ প্রাণের দূত হিসেবে যে মনকে জানে, সে ঐ দূতের অধিকারী হয়। যে চোখকে রক্ষক হিসেবে জানে, সে ঐ রক্ষকের মালিকানা পায়। যে বাককে গৃহরক্ষী হিসেবে জানে, সে ঐ গৃহরক্ষককে পায়। যে কানকে তথ্যদাতা হিসেবে জানে, সে ঐ তথ্যদাতাকে পায়। এই যে প্রাণ, তার উদ্দেশ্যে এ সকল দেবতারা উপযাজক হয়ে উপহার আনে। সে জানে যে তার নিমিত্তে রয়েছে এ উপনিষদ (গূঢ়জ্ঞান) 'যাচ্ঞা কোরো না'. সেই লোকটির মত যে গ্রাম ঘুরে কোনো ভিক্ষা না পেয়ে বলে, 'এ লোকদের দেয়া কিছুই আমি খাবো না কখনো।' আর সেইলোকেরা যারা উপযাচক (ভিক্ষাদানে) হয়ে এলো, তার জন্য রীতি হলো, যে ভিক্ষা না করে, দান ~~কি~~ গ্রহণ করতে দাতারা বলে, 'তোমাদেরকে কিছু দিতে চাই।' ২.১

প্রাণো ব্রহ্মেতি হ স্মাহ কৌষীতকিস্তস্য হ বা এতস্য প্রাণস্য ব্রহ্মণো বাক্ পরস্তাচ্চক্ষুরারুন্ধতে,

চক্ষু পরস্তাচ্ছ্রোত্রম আরুন্ধতে, শ্রোত্রম পরস্তান্মন আরুন্ধতে, মনঃ পরস্তাৎ প্রাণ আরুন্ধতে, তস্মৈ বা এতস্মৈ প্রাণায় ব্রহ্মণ এতাঃ সর্ব দেবতা অযাচমানায় বলিং হরন্তি, এবং হৈবাস্মৈ সর্বাণি ভূতানি অযাচমানায়ৈব বলিং হরন্তি, য এবং বেদ তস্যোপনিষন্ন যাচেদ্ ইতি, তদ্ যথা গ্রামং ভিক্ষিত্বালব্ধ্বোপবিশেন্নাহম অতো দত্তম অশ্নীয়াম ইতি, ত এবৈনং উপমন্ত্রয়ন্তে যে পুরস্তাৎ প্রত্যাচক্ষীরং, এষ ধর্মো যাচতো ভবতি, অন্নদাস ত্বেবৈনং উপমন্ত্রয়ন্তে, দদাম ত ইতি ॥ ২.২

প্রাণই ব্রহ্ম, কৌষীতকি এমন বলতেন। এ প্রাণব্রহ্মেরই বাক্যের আড়ালে চক্ষু আবরিত থাকে, চক্ষুর আড়ালে কান, কানের আড়ালে মন আবরিত থাকে। এ প্রাণ ব্রহ্মের জন্য সকল দেবতারা উপহার বয়ে আনে, না চাওয়া সত্ত্বেও। তার জন্য যে জানে এ গুহ্যজ্ঞান 'ভিক্ষা কোরো না', সেই লোকটির মতো যে গ্রাম ঘুরে কোনো ভিক্ষা না পেয়ে বলে যে 'এ লোকদের দেয়া কিছুই আমি খাবো না কখনো' এবং এভাবেই যারা তাকে দানে অনিচ্ছুক ছিলো তারাই উপযাচক হয়ে দান গ্রহণে চাপ দেয়। এই ভিক্ষা না করার নীতির জন্য দাতারা চাপ দেয় 'আমাদেরকে কিছু দিতে দাও।' ২.২

অথাত একধনাবরোধনম অভিধ্যায়েৎ, পৌর্ণমাস্যাং বামাবাস্যায়াম বা শুদ্ধপক্ষে বা পুণ্যে নক্ষত্রেঽগ্নিমুপ-সমাধায় পরিসমূহ্য পরিস্তীর্য পর্যুক্ষ্য দক্ষিণং জান্বাচ্য স্রুবেণ বা চমসেন বা কংসেন বৈতা আজ্যা-হুতীর্জুহোতি বাঙ্নামদেবতাবরোধিনী সা মেঽমুষ্মাদিদমবরুন্ধাং তস্যৈ স্বাহা চক্ষুর্নাম দেবতা বরোধিনী সা মেঽমুষ্মাদিদমবরুন্ধাং তস্যৈ স্বাহা শ্রোত্রং নাম দেবতাবরোধিনী সা মেঽমুষ্মাদিদমবরুন্ধাং তস্যৈ স্বাহা মনো নাম দেবতাবরোধিনী সা মেঽমুষ্মাদিদমবরুন্ধাং তস্যৈ স্বাহেত্যথ ধূমগন্ধং প্রজিঘ্রায়া-জ্যলেপেনাঙ্গান্যনুবিমৃজ্য বাচংযমোঽভিপ্রব্রজ্যার্থং ব্রবীত দূতং বা প্রহিণুয়াল্লভতে হৈব ॥ ২.৩

নাই এরূপ (ব্রহ্মপ্রসন্নতা) একমাত্র অর্জনের কাম্য, কেউ এইরূপ অর্জন করতে আগ্রহী হলে পূর্ণিমা বা অমাবস্যা

Topic শুক্লপক্ষের যোগে, (শুভ) নক্ষত্রের রাতে, এমন কোনো এক সময়ে, অগ্নি প্রজ্বলিত করে, ~~কুশ বিছিয়ে~~ Date

চারপাশটি ঘেরে, শুদ্ধ আসন বিছিয়ে, জল ছিটিয়ে, ডান হাঁটু ভাঁজ করে, চমস (স্রুব/কোশা) দিয়ে (ঘি) আহুতি দেবে (এবং প্রার্থনা করবে) 'বাক দেবতা এ আহুতির গ্রাহক হোক, তাকে নমস্কার/স্বাহা' 'চক্ষু দেবতা আমার এ আহুতির গ্রাহক হোক; তাকে স্বাহা' 'কান দেবতা এ আহুতির গ্রাহক হোক, তাকে স্বাহা' 'মন দেবতা এ আহুতির গ্রাহক হোক, তাকে স্বাহা' অতঃপর ধূমের গন্ধ (শ্বাসের মাধ্যমে) গ্রহণ করে আহুতি (পোড়া ঘি)র অঞ্জন অঙ্গে ধারণ করে নীরবে অগ্রসর হয়ে সে তার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করে (দূত পাঠিয়ে) সে নিশ্চয়ই আকাঙ্ক্ষা পূরিত পায়। ২.৩

অথাতো দৈবস্মরো (কাঙ্ক্ষা) যস্য প্রিয়ো বুভূষেৎ (বুভূষেদ) যস্যৈ বা যেষাং বৈতেষামেবৈকস্মিন্পর্বণ্যগ্নিমুপসমা- (বৈ তেষাং বৈ তেষাম্ এবৈকস্মিন পর্বণ্য)

• ধায়েতয়াবৃতাজ্যাহুতীর্জুহোতি, বাচম্ তে ময়ি জুহোমি অসৌ স্বাহা, প্রাণম্ তে ময়ি (যোগেবৈতয়েবাবৃতৈতা) জুহোম্যসৌ স্বাহা, চক্ষুস্তে ময়ি জুহোম্যসৌ স্বাহা, (শ্রোত্রম্... মনস...) প্রজ্ঞানং তে ময়ি জুহোম্যসৌ

স্বাহেত্যথ (স্বাহা ইতি অথ) ধূমগন্ধং প্রজিঘ্রায়াজ্যলেপেনাঙ্গান্যনুবিমৃজ্য বাচংযমোঽভিপ্রবৃজ্য সংস্পর্শং জিগমিষেদপি (জিগমিষেদ অপি)

বাতাদ্বা (বাতাদ বা) সংভাষমাণস্তিষ্ঠেৎপ্রিয়ো হৈব ভবতি স্মরন্তি হৈবাস্য ॥ ২.৪

অতঃপর দৈব স্মরণ। কেউ কোনো পুরুষ বা নারীর প্রিয় হতে চাইলে, একই ভাবে, একই সময়ে উক্ত দেবতার (পূর্বোক্ত) উদ্দেশ্যে অগ্নি প্রজ্বলন করে তাতে ঘি আহুতি দেবে, (এই বলে) 'আমি আমাতে তোমার বাক আহুতি দিচ্ছি, স্বাহা' 'আমি আমাতে তোমার প্রাণ আহুতি দিচ্ছি, স্বাহা' 'আমি আমাতে তোমার চক্ষু আহুতি দিচ্ছি, স্বাহা' 'আমি আমাতে তোমার শ্রবণ আহুতি দিচ্ছি, স্বাহা' 'আমি আমাতে তোমার মন আহুতি দিচ্ছি, স্বাহা' 'আমি আমাতে তোমার প্রজ্ঞা আহুতি দিচ্ছি, স্বাহা', অতঃপর ধূমগন্ধ গ্রহণ করে আহুতির অঞ্জন অঙ্গে ধারণ করে তার কাঙ্ক্ষিতের দিকে ধাবিত হবে, সংস্পর্শযুক্ত হবে, সংলাপিত হবে (অর্থাৎ স্মরণে রাখবে), সত্যই সে প্রিয় উঠবে কাঙ্ক্ষিতের কাছে, স্মৃতি হবে অনুপস্থিতিতেও। ২.৪

অথাতো সংযমনম্ (সংযমনম্) প্রাতর্দনং আন্তরম্ অগ্নি-হোত্রম্ ইতি আচক্ষতে, যাবদ বৈ পুরুষো ভাষতে ন তাবৎ

প্রাণিতুম্ শক্নোতি, প্রাণম্ তদা বাচি জুহোতি, যাবদ বৈ পুরুষঃ প্রাণিতি ন তাবদ ভাষিতুম্ শক্নোতি,

বাচম্ তদা প্রাণে জুহোতি, এতে অনন্তে অমৃতে আহুতি জাগ্রচ্চ স্বপংশ্চ সন্ততং জুহোতি অথ

~~যা অন্যা আহুতয়োঽনন্তবত্যস্তাঃ কর্মময্যো হি ভবন্তি এতদ্ধ স্ম বৈ তৎপূর্বে বিদ্বাংসোঽ-~~

গ্নিহোত্রম ন জুহবাংচক্রুঃ ২.৫

এরকম প্রতর্দনের (দিবোদাসির) সংযম যেটিকে অন্তরাগ্নির (অন্তরাগ্নিহোত্র) আহুতি বলে দেখা/ভাবা/বলা হয়. লোকে যখন কথা বলে তখন শ্বাস নিতে পারে না. (অর্থাৎ) প্রাণকে বাকে আহুতি দিচ্ছে; যখন লোকে শ্বাস গ্রহণ করে তখন সে কথা বলতে অক্ষম থাকে (তখন সে) বাককে প্রাণে আহুতি দেয়, অশেষ, এ (অমর) আহুতিদ্বয়ের অবিরল আহুতি হচ্ছে আর আহুতি দিয়ে আসছে সে, ঘুমে বা জাগরণে। অন্য যত আহুতি (যেমন ঘি ইত্যাদি অগ্নিতে আহুতি দিয়ে), সেসবই নশ্বর কারণ এগুলো কর্মনির্ভর। প্রাচীনেরা এ জেনে (প্রচলিত) অগ্নিহোত্র করতেন না। ২.৫

উকথম্ ব্রহ্মেতি হ স্মাহ শুষ্ক-ভৃঙ্গারঃ, তদ ঋগ ইতি উপাসীত, সর্বাণি হাস্মৈ ভূতানি শ্রৈষ্ঠ্যায়াভ্যর্চ্যন্তে,

তদ যজুর ইতি উপাসীত, সর্বাণি ~~[illegible]~~ হাস্মৈ ভূতানি শ্রৈষ্ঠ্যায় ~~সন্নমন্তে, তৎ শ্রীর ইতি~~ যুজ্যন্তে (সংযুক্ত হয়), তৎ

সামেতি উপাসীত, সর্বাণি হাস্মৈ ভূতানি শ্রৈষ্ঠ্যায় সন্নমন্তে (নমিত হয়), তৎ শ্রীর ইতি উপাসিতা, তদ যশ ইতি

উপাসীত, তৎ তেজ ইতি উপাসীত, তদ যথেতচ্ছ্রীমত্তমম যশস্বিতমম তেজস্বিতমম ইতি শস্ত্রেষু (অস্ত্রেষু)

ভবতি, এবং হৈব স সর্বেষু ভূতেষু শ্রীমত্তমো যশস্বিতমস তেজস্বিতম ভবতি য এবং বেদ, তদ এতদ

ঐষ্টিকম (/ইষ্টিকম, যজ্ঞের সম্পূর্ণ / যজ্ঞসম্পৃক্ত) কর্মময়ং আত্মানম অধ্বর্যুঃ সংস্করোতি, তস্মিন যজুর্ময়ং প্রবয়তি যজুর্ময়ম ঋঙ্ময়ম হোতা

ঋঙ্ময়ে সামময়ম উদ্গাতা, স এষ ত্রয্যৈ বিদ্যায়া আত্মা, এষ উ এবৈতদ ইন্দ্রস্যাত্মা ভবতি, য এবং বেদ॥ ২.৬

উকথই ব্রহ্ম, যেমনটা বলেছেন শুষ্কভৃঙ্গার, তাকে ঋকের ন্যায় উপাসনা করা হলে সর্বসত্ত্বা (উৎকৃষ্টতাকে) শ্রেষ্ঠ বলে অর্চনা করে, তাকে সামের ন্যায় উপাসনা করলে, সর্বসত্ত্বা তার ~~প্রতি~~ শ্রেষ্ঠ হিসাবে নমিত হয়, তাকে যজুর ন্যায় উপাসনা করা হলে, সর্বসত্ত্বা তাকে শ্রেষ্ঠ ভেবে তার সাথে যুক্ত হয়, তা শ্রীর মত উপাসিত হোক, তা যশের মত উপাসিত হোক, তা তেজ হিসেবে উপাসিত হোক, যেহেতু তা (উথ্য) অস্ত্রাদির মাঝে শ্রীময়, যশময়, তেজময়, এটা যে জানে, সে সর্বভূতের মাঝে শ্রীমন্ত, যশমন্ত, তেজমন্ত হয়। তাই অধ্বর্যু (যজুর্ঋত্বিক) যজ্ঞ (বা যজ্ঞেষ্টি) সম্পৃক্ত কর্মময় আত্মাকে সংস্কার করে (পরিশোধিত), এতে সে যজুর্ময় করে, যজুর্ময়কে হোতৃ (ঋগ্বৈদিক) ঋকময় করে, সা উদ্গাতা

উপাস্য তাকে সামময় করে। এইজন্যই ত্রিবেদী আর যে এটা জানে সে ইন্দ্রাত্মা হয়ে ওঠে। ২.৬

অথাতঃ, সর্বজিতঃ কৌষীতকেস্ত্রীণি উপাসনানি ভবন্তি, সর্বজিদ্ধ স্ম কৌষীতকির্ উদ্যন্তম্ আদিত্যম্

উপতিষ্ঠতে যজ্ঞোপবীতম্ কৃত্বোদকম্ (আচম্য) আনীয় ত্রিঃ প্রসিচ্যোদপাত্রং বর্গোঽসি পাপ্মানং মে বৃঙ্ধীতি

বৃঙ্ধীতি, এতয়ৈবাবৃতা মধ্যে সন্তম্ ([illegible]) উদ্বর্গোঽসি পাপ্মানং ম উদ্বৃঙ্ধীতি, এতয়ৈবাবৃতাস্তম্ যন্তম্

সম্বর্গোঽসি পাপ্মানং মে সম্বৃঙ্ধীতি, তদ্ যদ্ অহোরাত্রাভ্যাং ~~পাপং~~ অকরোত্ সং তদ্ বৃঙ্ক্তে,

তথো এবৈবং বিদ্বান্ এতয়ৈবাবৃতাদিত্যম্ উপতিষ্ঠতে যদ্ অহোরাত্রাভ্যাং পাপং করোতি সং তদ্ বৃঙ্ক্তে॥ ২.৭

৭) অতঃপর সর্বজয়ী কৌষীতকের উপাসনাবিধি; সর্বজয়ী কৌষীতকি উদীয়মান সূর্যের উপাসনা করতেন, যজ্ঞোপবীত ধারণ করে, জল আচমন করে, (জলপাত্রে) তিনবার জল ছিটিয়ে, বলতেন, 'তুমি প্রদাতা, আমায় পাপমুক্তি প্রদান কর।' একই ভাবে মধ্যগগনস্থ সূর্যের উপাসনা করতেন, 'তুমি সর্বোচ্চ প্রদাতা, আমায় সর্বোচ্চ পাপমুক্তি প্রদান কর'। একই ভাবে অস্তগামী সূর্যের উপাসনা করতেন, 'তুমি পূর্ণ প্রদাতা, আমায় পূর্ণ পাপমুক্তি প্রদান কর। এভাবেই সে (সূর্য) সব পাপ হরণ ~~করতেন~~ করেন যা সে দিনে রাতে করে ফেলে। ঠিক একইভাবে যে এটা জানে ও আদিত্যে উপাসনা করে, সে অহোরাত্রে কৃত পাপ মুক্ত হয়। ২.৭

অথ মাসি মাস্য অমাবাস্যায়াম্ বৃত্তায়াম্ পশ্চাৎ চন্দ্রমসম্ দৃশ্যমানম্ উপতিষ্ঠেতৈতয়ৈবাবৃতা

(ত্যাং বাক প্রত্য-অস্যতি)
হরিত তৃণে বা প্রত্যস্যতি, যন্ মে সুসীমম্ হৃদয়ম্ দিবি চন্দ্রমসি শ্রিতং মন্যেঽহম্ মাং তদ্ বিদ্বাংসম্

মাহম্ পুত্র্যম্ অঘম্ রুদম্ ইতি, ন হ্যস্মাৎ পূর্বাঃ প্রজাঃ প্রৈতীতি নু জাতপুত্রস্যাথাজাতপুত্রস্য

'আপ্যায়স্ব সমেতু তে' 'সং তে পয়াংসি সম্ উ যন্তু বাজাঃ' যম্ আদিত্যা অংশুমাপ্যায়য়ন্তীতি',

ঋ ১.৯১.১৬ / ৯.৩১.৪ — ঋ ১.৯১.১৮ — অবে ৭.৮১.৬

এতাস্ তিস্র ঋচো জপিত্বা মাস্মাকং প্রাণেন প্রজয়া পশুভির্ আপ্যায়য়িষ্ঠাঃ যোঽস্মান্

দ্বেষ্টি যম্ চ বয়ম্ দ্বিষ্মস্ তস্য প্রাণেন প্রজয়া পশুভির্ আপ্যায়স্ব ঐন্দ্রীম্ আবৃতম্ আবর্ত

CONCERN worldwide

আদিত্যস্যাবৃতম্ অন্বাবর্ত ইতি দক্ষিণম্ বাহুম্ অন্বাবর্ততে ২.৮

Topic .... Date ....

(২) তারপর মাসে মাসে (প্রতি) অমাবস্যার রাতে পশ্চিমাকাশে চাঁদের অবস্থান কালে (দৃশ্য), বিবৃত নিয়মে (সূর্যের আলোয় যেমন বর্ণিত), উপাসনা করবে, তার প্রতি দুটি সবুজ ঘাসের দুটি ডগা ছুঁড়ে নিবেদন করবে, এই বলে, 'আমার সুশিক্ত (=সুসীম) এ হৃদয় যা আকাশস্থ চাঁদে স্থিত আছে, এ ব্যাপারে জ্ঞাত হয়ে আমি যেন সন্তানদের শোকে না কাঁদি।' তার সন্তান তার আগে পরলোকগত হয় না। এ উপাসনা তার জন্য যার সন্তান জাত হয়েছে। এবার যার সন্তান এখনও জন্ম নেয়নি তার জন্য— 'তুমি বর্ধিত হও, বীর্য তোমার কাছে আসুক' 'দুই ওষধি তোমাতে জন্মুক' 'জ্যোতির্বিদ (জন্মুক) যারা আদিত্যগ্রহিকে উচ্ছ্বসিত করে' এ তিন ধাপে উচ্চারণ করে সে বলুক, 'আমাদের প্রাণের বিপরীতে বর্ধিত হয়ো না, আমাদের সন্তানদের বিপরীতে বর্ধিত হয়ো না, বর্ধিত হয়ো না আমাদের পশুদের বিপরীতে, বরং যারা আমাদেরকে ঘৃণা করে ও আমরা যাদেরকে ঘৃণা করি তাদের প্রাণের, সন্তানের, তাদের পশুদের বিপরীতে বেড়ে উঠ। এভাবেই আমি ইন্দ্রের ~~দিকে~~ আবর্তিত হই, আদিত্যদিগে আবর্তিত হই' এভাবে সে দক্ষিণ হাতের দিকে আবর্তিত হয়। ২.৮

অথ পৌর্ণমাস্যাং প্রত্যঙ্ চন্দ্রমসং দৃশ্যমানং উপতিষ্ঠেতৈতয়েবাবৃতা সোমো রাজাসি বিচক্ষণঃ পঞ্চমুখো-
হসি প্রজাপতির্ব্রাহ্মণস্ত একং মুখং তেন ম
হসি প্রজাপতির্ব্রাহ্মণস্ত একং মুখং তেন মুখেন রাজ্ঞোঽৎসি তেন মুখেন মামন্নাদং কুরু, রাজা ত একং
মুখং তেন মুখেন বিশোঽৎসি তেনৈব মুখেন মামন্নাদং কুরু, শ্যেনস্ত একং মুখং তেন মুখেন পক্ষিণোঽৎসি
তেন মুখেন মামন্নাদং কুরু, অগ্নিস্ত একং মুখং তেন মুখেনেমং লোকমৎসি তেন মুখেন মামন্নাদং কুরু,
সর্বাণি ভূতানীত্যেব (পঞ্চ) পঞ্চমং মুখং তেন মুখেন সর্বাণি ভূতান্যৎসি তেন মুখেন মামন্নাদং কুরু, মাস্মাকং প্রাণেন
প্রজয়া পশুভিরপক্ষেষ্ঠা যোঽস্মান্দ্বেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিষ্মস্তস্য প্রাণেন প্রজয়া পশুভিরপক্ষীয়স্বেতি

(৩) দিব্যাং দৈবীমাবৃতমাবর্ত আদিত্যস্যাবৃতমন্বাবর্তস্ব ইতি দক্ষিণ বাহুমন্বাবর্ততে ২.৯

এরপর (তারপর) পূর্ণিমার রাতে যখনো উদিত, এবারই দিবানে, যখন তা পূর্ব আকাশে দৃশ্য হয়, তখন উপাসনা করবে, এই বলে, 'হে সোম! তুমি রাজা, বিচক্ষণ, পঞ্চমুখী, প্রজাপতি। ব্রাহ্মণ তোমার এক মুখ যা দিয়ে রাজাদের ভক্ষণ কর, ঐ মুখে আমায় তুমি অন্নভক্ষক করাও।' 'তোমার অপর (সৃজন পালক) মুখ রাজা যা দিয়ে তুমি ভক্ষণ কর জনতাকে, তা দিয়ে আমায় অন্ন-ভক্ষক কর।' 'শ্যেন তোমার এক মুখ যে মুখ দিয়ে তুমি পাখিদের খাও, ঐ মুখে তুমি

আমায় অন্নভক্ষণ করাও।'' অগ্নি তোমার আরেক মুখ, যে মুখে লোকসমূহ ভক্ষণ কর, ঐ মুখে তুমি আমায়

Topic ... Date ...

অন্ন ভক্ষণ কর।'' (সর্বভূতে) তোমাতে তোমার পঞ্চম মুখ যে মুখে তুমি ভক্ষণ কর সর্বভূতকে, ঐ মুখে তুমি আমায় অন্ন ভক্ষণ করাও।'' আমাদের প্রাণ, সন্তান ও পশুকে তুমি অপচায়িত কোরো না।'' যারা আমাদেরকে ঘৃণা করে ও আমরা যাদেরকে ঘৃণা করি, তাদের প্রাণ, সন্তান ও পশুকে অপচায়িত কর।'' এই আমি দেবাদি অভিমুখে ফিরেছি, ফিরেছি আদিত্যের দিকে।' এরপর সে তার দক্ষিণ বাহু ~~বাহুকে~~ (দিকে নিজেকে) আবর্তিত করে। ২.৯

অথ সংবেশনং জায়ায়ৈ হৃদয়মভিমৃশেৎ, যৎ তে সুসীমে হৃদয়ে শ্রিতম অন্তঃ প্রজাপতৌ

তেনামৃতত্বস্যেশানে মা ত্বম পুত্র্যম অঘম নিগা ইতি, ন হ অস্যাঃ পূর্বাঃ প্রজাঃ প্রৈতীতি ২.১০

অতঃপর তার স্ত্রীর সাথে সংবেশনকালে, সে তার (স্ত্রীর) হৃদয়ে স্পর্শ করে বলুক, 'হে সুসীমে (সুশীলা)! প্রজাপতির অন্তঃস্থ অমৃত আনন্দ তোমার হৃদয়ে প্রবেশ করুক, পুত্রসম্ভূত দুঃখ তোমায় নিপতিত না করুক।' এতে তার (স্ত্রীর) সন্তানাদি তার আগে পরলোকগত হয় না। [অগ্নি ২.১৩.৭] ২.১০

অথ প্রোষ্যায়ন পুত্রস্য মূর্ধানম অভিজিঘ্রেৎ (মূর্ধা ঘ্রাণ নিবে স্পর্শ করে), অঙ্গাদ অঙ্গাৎ সম্ভবসি হৃদয়াদ অধিজায়সে, আত্মা বৈ পুত্র

নামাসি স জীব শরদঃ শতম অসাব ইতি নামাস্য দধাতি অশ্মা ভব, পরশুর ভব, হিরণ্যম অস্রুতম ভব,

তেজো বৈ পুত্র নামাসি স জীব শরদঃ শতম অসাব ইতি নামাস্য গৃহ্ণাতি অথৈনম পরিগৃহ্ণাতি, যেন

প্রজাপতিঃ প্রজাঃ পর্যগৃহ্ণাৎ তদ অরিষ্টৈ তেন ত্বা পরিগৃহ্ণাম্য অসাবিতি, অথাস্য দক্ষিণে কর্ণে জপতি

অস্মে (অস্মৈ তাকে আমাদেরকে) প্রযন্ধি মঘবন ঋজীষিন ইতীন্দ্র শ্রেষ্ঠানি দ্রবিনানি ধেহীতি সবেৎ, মা ছেৎথা, মা ব্যথিষ্ঠাঃ, (ঋ ১১.৩৪ কথিত হয়েছে)

শতং শরদ শরদ আয়ুষো জীবস্ব, পুত্র তে নাম্না মূর্ধানম অভিজিঘ্রামীতি, ত্রিরস্য মূর্ধানম

অভিজিঘ্রেৎ গবাং ত্বা হিঙ্কারেণাভিহিঙ্করোমীতি ত্রির অস্য মূর্ধানম অভিহিঙ্কুর্যাৎ ২.১১

এরপর, কেউ দূর থেকে (গৃহে) ফিরে এলে, সে তার পুত্রের মাথায় ঘ্রাণ নিয়ে (চুমু খেয়ে) বলুক, 'হে পুত্র, তোমার অঙ্গসকল হতে, আমার হৃদয় হতে তুমি জাত হয়েছ, আমারই আত্মা তুমি, ~~সে একে তার নাম দেবে~~ তুমি শত কারও

জীবিত থাকো' সে তাকে তার নাম দিক, বলুক 'তুমি পাথর (অজেয়) হও, তুমি কুঠার (অবধ্য) হও, তুমি সর্বত্র বিস্তৃত সোনা (হিরণ্ময়) হও,
তেজঃ (জ্যোতি) হও, শত বর্ষ জীবিত থাকো' সে তার নাম নেবে (উচ্চারিবে), তারপর তাকে জড়িয়ে ধরুক, বলুক, 'প্রজাপতি যেমন
(কল্যাণার্থে) তার সৃষ্টিকে জড়িয়ে ধরে, আমি তেমনি তোমায় জড়িয়ে ধরছি' ডান কানে মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে বলুক,
'হে মঘবন, তাকে দেও..' (ঋ ৩.৩৬.১০) 'হে ইন্দ্র, কল্যাণ দেও' (ঋ ২.২১.৬) - বাম কানে বলুক। অতঃপর তিন
বার তার (পুত্রের) মাথার ঘ্রাণ নিয়ে বলুক,' ছিন্ন হয়ো না, ব্যথিত হয়ো না, শত বর্ষ জীবিত থাকো, হে পুত্র, তোমার
নাম নিয়ে' অতঃপর সে তার মাথায় তিনবার মৃদু শব্দ (হিঙ্কার) করুক, বলুক, 'আমি তোমায় গাভীদের হিঙ্কার
(উচ্চারণ) করছি।' [আশ্ব ১.১৫.৩-৯ আপ ১.১৫.১৮ পার ২.৩.১৩ গোভি ২.৮.২১-২২ আপস্ত ৬.১৫.১২] ২.১১

অথাতো দৈবঃ পরিমরঃ* এতদ্ বৈ ব্রহ্ম দীপ্যতে যদ অগ্নির্ জ্বলতি, অথৈতন্ম্রিয়তে যন্ন জ্বলতি, তস্যাদিত্যম্
এব তেজো গচ্ছতি বায়ুম্ প্রাণঃ; এতদ বৈ ব্রহ্ম দীপ্যতে যদ আদিত্যো দৃশ্যতেঽথৈতন্ম্রিয়তে যন্ন
দৃশ্যতে, তস্য চন্দ্রমসম্ এব তেজো গচ্ছতি বায়ুম্ প্রাণ, এতদ বৈ ব্রহ্ম দীপ্যতে যচ্চন্দ্রমা দৃশ্যতে-
ঽথৈতন্ম্রিয়তে যন্ন দৃশ্যতে, তস্য বিদ্যুতম্ এব তেজো গচ্ছতি বায়ুম্ প্রাণ; এতদ বৈ ব্রহ্ম দীপ্যতে
যদ বিদ্যুদ বিদ্যোততেঽথৈতন্ম্রিয়তে যন্ন বিদ্যোততে, তস্য দিশ এব তেজো গচ্ছতি বায়ুম্ প্রাণস্
তা বা এতাঃ সর্বা দেবতা বায়ুম্ এব প্রবিশ্য বায়ুম্ সৃষ্টা ন মূর্ছন্তে তস্মাদ এব পুনর উদীরত ইতি
অধিদৈবতম্, অথাধ্যাত্মম্ ২.১২

অতঃপর (প্রাণব্রহ্মকে ঘিরে) দেবাদির মৃত্যু*; ব্রহ্মই দীপ্ত থাকেন যখন আগুন জ্বলে, যখন না জ্বলে তখন ম্রিয়মান থাকেন; এর (অগ্নির)
তেজ আদিত্যে (সূর্যে) গমন করে, প্রাণ বায়ুতে; ব্রহ্মই দীপ্তিময় হন যখন আদিত্য দৃশ্য থাকে, না দৃশ্য হলে ম্রিয়মান
হন, এর (আদিত্যের) তেজ চাঁদে যায়, প্রাণ (যায়) বায়ুতে; চন্দ্রমা দৃশ্য হলে ব্রহ্ম দীপ্ত হন, অদৃশ্য হলে মৃত, এর (চন্দ্রের) তেজ
বিদ্যুতে যায়, প্রাণ (যায়) বায়ুতে; বিদ্যুৎ বিদ্যুতায়িত হলে ব্রহ্ম দীপিত হন, বিদ্যুতায়িত না হলে ম্রিয়মান(হন),
এর (বিদ্যুতের) তেজ দিকে যায় (আর) প্রাণ (যায়) বায়ুতে; বায়ুতে প্রবেশ ক'রে সকল দেবতার মৃত্যু হলেও তারা বিলুপ্ত
হয় না, পুনরায় তারা (ঐ বায়ু হতেই) উদীত হয়। দৈব বিষয়ান্তে এবার আধ্যাত্ম বিষয়— ২.১২

এতদ বৈ ব্রহ্ম দীপ্যতে যদ বাচা বদতি, অথৈতন্ম্রিয়তে যন্ন বদতি, তস্য চক্ষুর এব তেজো গচ্ছতি

* ~~ব্রহ্ম~~ পরিমর ঐত্রা ৮.৫.৫ (৪০.৫/৮.২৮) তৈত্তি ৩.১০.৪

প্রাণম প্রাণ, এতদ বৈ ব্রহ্ম দীপ্যতে যচ্চ চক্ষুষা পশ্যতি, অথৈতন মৃয়তে যন ন পশ্যতি, তস্য

শ্রোত্রম এব তেজো গচ্ছতি প্রাণম প্রাণ, এতদ বৈ ব্রহ্ম দীপ্যতে যচ্ছ্রোত্রেন শৃনোতি, অথৈতন মৃয়তে যন ন শৃনোতি, তস্য মন এব তেজো গচ্ছতি প্রাণম প্রাণ, এতদ বৈ ব্রহ্ম দীপ্যতে যন মনসা ধ্যায়তি, অথৈতন মৃয়তে যন ন ধ্যায়তি, তস্য প্রাণম এব তেজো গচ্ছতি প্রাণম প্রাণস্য তা বা এতা: সর্বা দেবতা প্রাণম এব প্রবিশ্য প্রাণে মৃত্বা ন মৃচ্ছন্তে, তস্মাদ এব পুনর উদীরতে, তদ যদি হ বা এবম বিদ্বাংসং উভৌ পর্বতৌ অভিপ্রবর্তেয়াতাং দক্ষিণশ্চ চোত্তরশ চ তুস্তুর্ষমাণৌ ন হৈনম স্তৃণ্বীয়াতাম অথ য এনম দ্বিষন্তি যান চ স্বয়ম দ্বেষ্টি ত এবৈনম পরিম্রিয়ন্তে ২.১৩

এই ব্রহ্মই দীপ্ত হন যখন কেউ বাক দিয়ে কথা বলে, এভাবে ইনি মরেন যখন কথা না বলে, এর (বাক্যের) তেজ চক্ষুতে (আর) প্রাণ প্রাণে গমন করে। এ ব্রহ্মই দীপ্ত হন যখন চক্ষু দেখে, তেমনি ইনি মরেন যখন তা না দেখে, এর (চক্ষুর) তেজ কানে (ও) প্রাণ প্রাণে গমন করে। এ ব্রহ্মই দীপ্ত হন যখন কান শুনে, তেমনি মরেন যখন না শুনে, এর (কানের) তেজ মনে ও প্রাণ প্রাণে গমন করে। এ ব্রহ্মই দীপ্ত হন যখন মন চিন্তা করে, এমনি করে ইনি মরেন যখন এ না চিন্তে, এর (মনের) তেজ প্রাণে, প্রাণ প্রাণে গমন করে। সর্বদেবতা প্রাণে প্রবেশ করে প্রাণে মারা গেলেও অপসৃত হয় না, সেথা হতে তারা পুনরায় উদিত হয়। এই কথা যে জানে, উত্তর-দক্ষিণ উভয় দিকের পর্বত তাকে অবনত করতে চাইলেও সক্ষম হয় না, বরং যারা তাকে দ্বেষ করে তারা স্বদ্বেষে তার চারপাশে মারা যায়।

অথাতো নিঃশ্রেয়সাদানম*, এতা হ বৈ দেবতা অহংশ্রেয়সে বিবদমানা অস্মাচ্চ শরীরাদ উচ্চক্রমুঃ ২.১৪

তদ্ধ প্রাণঃ শুষ্কং দারুভূতং (শুকনো কাঠের) শিশ্যেऽথৈনদ বাক প্রবিবেশ তদ বাচা বদচ্ছিশ্য এব, অথৈনচ্চক্ষুঃ প্রবিবেশ তদ বাচা বদচ্চক্ষুষা পশ্যচ্ছিশ্য এব, অথৈনচ্ছ্রোত্রম (শ্রোত্রম) প্রবিবেশ তদ বাচা বদচ্চ (শুয়ে থেকে), চক্ষুষা পশ্যচ্ছ্রোত্রেন শৃণ্বচ্ছিশ্য এব, অথৈনম মনঃ প্রবিবেশ তদ বাচা বদচ্চ চক্ষুষা পশ্যচ্চ শ্রোত্রেন শৃণ্বন মনসা

* প্রাণ ব্রহ্মের তুলনা বৃ ৬.১.১-১৪ ছা ৫.১ কৌ ৩.৩ ঐতা ২.১.৪.২

যথায়মিদং শেতে, অথৈনৎ প্রাণঃ প্রবিবেশ তৎ উত্তস্থৌ তা বা এতাঃ সর্বা দেবতা প্রাণে

Topic .... Date ....

নিঃশ্রেয়সং বিদিত্বা প্রাণম্ এব প্রজ্ঞাত্মানং অভিসংভূয় সহৈব এতৈঃ সর্বৈর অস্মাচ্ছরীরাদ উচ্চক্রমুঃ তে

বায়ুপ্রবিষ্টা আকাশাত্মানঃ স্বরীয়ুঃ, তথো এবৈবং বিদ্বান প্রাণে নিঃশ্রেয়সং বিদিত্বা প্রাণং এব

প্রজ্ঞাত্মানং অভিসংভূয় সহৈব এতৈঃ সর্বৈর অস্মাচ্ছরীরাদ উৎক্রামতি, স বায়ু-প্রবিষ্ট আকাশাত্মা

স্বরেতি, স তদ গচ্ছতি যত্রৈতে দেবাস তৎ প্রাপ্য যদ অমৃতা দেবাস তদ অমৃতো ভবতি য এবং বেদ ২.১৪

এরপর নিঃশ্রেয় (শ্রেয়তর) সন্ধান (নির্ণয়), সকল (ইন্দ্রিয়) দেবতা ~~শ্রঃ~~ শ্রেয়ত্বের বিবাদে জড়িয়ে ~~পড়লো~~ নিজেদেরকে শরীর থেকে বের করে নিলো। তা (শরীর) প্রাণহীন কাঠখণ্ডের মত পড়ে রইলো। অতঃপর বাক তাতে প্রবেশ করলো, তা শায়িত থেকে বাক দিয়ে কথা বলে। এরপর চোখ তাতে প্রবেশ করে, তা শায়িত থেকেই বাক দিয়ে কথা বলে, চোখ দিয়ে দেখে। তারপর কান তাতে প্রবেশ করে, তা বাক দিয়ে কথা বলে, চোখ দিয়ে দেখে, কান দিয়ে শুনে। অতঃপর মন তাতে প্রবেশ করে, তা শুয়ে শুয়েই বাক দিয়ে কথা বলে, চোখ দিয়ে দেখে, কান দিয়ে শুনে, মন দিয়ে চিন্তা করে। অতঃপর প্রাণ (বায়ু) প্রবেশ করে, তা উঠে দাঁড়ায়। সকল দেবতা প্রাণকে নিঃশ্রেয় বলে জেনে, প্রাণকে প্রজ্ঞাত্মা হিসেবে বুঝতে পেরে সদলে শরীর থেকে বেরিয়ে আকাশাত্মারূপে বায়ুপ্রবিষ্ট হয়ে স্বর্গে গেল। যে এটা জানে, সকল সত্তার প্রাণেতে শ্রেয়ত্ব বুঝে, প্রাণ ও প্রজ্ঞাত্মায় অভিভূত হয়ে সকলকে নিয়ে শরীর ছেড়ে আকাশাত্মারূপে বায়ুপ্রবিষ্ট হয়ে স্বর্গে যায়। সে সেখানে যায় যেখানে দেবাদি আছে, সেখানে পৌঁছে সে দেবতাদের মত অমর হয় — যে এটা জানে। ২.১৪

অথাতঃ পিতা-পুত্রীয়ম সম্প্রদানম* ইতি চাচক্ষতে, পিতা পুত্রম প্রেষ্যন্নাহ্বয়তি নবৈস তৃণৈর অগারম সংস্তীর্য

অগ্নিম উপসমাধায়োদকুম্ভম সপাত্রম উপনিধায়াহতেন বাসসা সম্প্রচ্ছন্নঃ পিতা শেত এত্য পুত্র উপরিষ্টাদ

অভিনিপদ্যত ইন্দ্রিয়ৈর ইন্দ্রিয়াণি সংস্পৃশ্যাপি বাস্মা আসীনায়াভিমুখায়ৈব সম্প্রদধ্যাদ, অথাস্মৈ

সম্প্রযচ্ছতি: বাচম মে ত্বয়ি দধানীতি পিতা, বাচম তে ময়ি দধ ইতি পুত্রঃ, প্রাণম মে ত্বয়ি দধানীতি

পিতা, প্রাণম তে ময়ি দধ ইতি পুত্রঃ, চক্ষুর মে ত্বয়ি দধানীতি পিতা, চক্ষুস তে ময়ি দধ ইতি পুত্রঃ,

* বৃহ ১.৫.১৭-২০

শ্রোত্রম মে ত্বয়ি দধানীতি পিতা, শ্রোত্রম তে ময়ি দধ ইতি পুত্র, অন্নরসান মে ত্বয়ি দধানীতি পিতা,

Topic .... Date ....

অন্নরসান তে ময়ি দধ ইতি পুত্রঃ, কর্মাণি মে ত্বয়ি দধানীতি পিতা, কর্মাণি তে ময়ি দধ ইতি পুত্র,

/শরীরম মে ত্বয়ি দধানীতি পিতা, শরীরম তে ময়ি দধ ইতি পুত্রঃ

^ সুখ-দুঃখে মে ত্বয়ি দধানীতি পিতা, সুখ-দুঃখে তে ময়ি দধ ইতি পুত্র, আনন্দম রতিং প্রজাতিং মে

ত্বয়ি দধানীতি পিতা, আনন্দম রতিং প্রজাতিং তে ময়ি দধ ইতি পুত্রঃ, ইত্যাম মে ত্বয়ি দধানীতি

পিতা, ইত্যাম তে ময়ি দধ ইতি পুত্রঃ, মনো মে ত্বয়ি দধানীতি পিতা, মনস তে ময়ি দধ ইতি পুত্রঃ,

প্রজ্ঞাং মে ত্বয়ি দধানীতি পিতা, প্রজ্ঞাং তে ময়ি দধ ইতি পুত্রঃ, যদ্য উ বা উ অভিবাভিবদাঃ স্যাৎ সমাসে-

/ধিয়ো বিজ্ঞাতব্যম কামান
চিন্তা বিজ্ঞান আকাঙ্ক্ষা

উ
অতি কষ্ট হয়ে
আমরণ

নৈব ব্রুয়াৎ, প্রাণান মে ত্বয়ি দধানীতি পিতা, প্রাণান তে ময়ি দধ ইতি পুত্রঃ, অথ দক্ষিণাবৃদ

উপনিষ্ক্রামতি, তম পিতানুমন্ত্রয়তে, যশো ব্রহ্মবর্চসং কীর্তিস ত্বা জুষতাম ইতি, অথেতর সব্যম

অংসম অন্ববেক্ষতে পাণিনান্তর্ধায় বসনান্তেন বা প্রচ্ছাদ্য, স্বর্গান লোকান কামান আপ্নুহীতি,

স যদি অগদাঃ স্যাৎ পুত্র ঐশ্বর্যে পিতা বসেৎ পরি বা ব্রজেৎ যদি উ বা প্রেয়াৎ যথৈবৈনং সমাপয়েয়ুঃ,

যথা সমাপয়িতব্যো ভবতি, যথা সমাপয়িতব্যো ভবতি

২.১৫

ক্রমশঃ পিতার পুত্রে সম্প্রদান যেমনটি তারা বলে থাকে। পিতা, মৃত্যুচিন্তা এলে, পুত্রকে আহ্বান করে। নতুন তৃণে
বলা হয়ে
গৃহ আচ্ছাদন করে, আগুন প্রজ্বলন করে তার পাশে জল-ভরা পাত্রসহ জলের কুম্ভ (কলসী) স্থাপন করে, নতুন পোশাকে নিজেকে সাজিয়ে শায়িত হয়। পুত্র এসে অঙ্গসমূহে অঙ্গসমূহ স্পর্শ করে পিতার উপর শায়িত হয়। অথবা সে মুখোমুখি বসতে পারে। অতঃপর পিতা পুত্রকে বলে, 'আমার বাক তোমাতে দান করছি', পুত্র বলে, 'তোমার বাক আমাতে গ্রহণ করছি', পিতা: 'আমার প্রাণ তোমাতে দিচ্ছি', পুত্র: 'তোমার প্রাণ আমাতে নিচ্ছি', পিতা: 'আমার চক্ষু তোমাতে দান করছি', পুত্র: 'তোমার চক্ষু আমাতে গ্রহণ করছি', পিতা: 'আমার কান তোমাতে দিচ্ছি', পুত্র: 'তোমার কান আমাতে নিচ্ছি' 'আমার স্বাদ তোমাতে দিচ্ছি', পুত্র: 'তোমার স্বাদ আমাতে নিচ্ছি',

পিতা: 'আমার কর্মাদি তোমাতে দিচ্ছি', পুত্র: 'তোমার কর্মাদি আমাতে নিচ্ছি', পিতা: 'আমার সুখ-দুঃখ তোমাতে
পিতা: আমার শরীর তোমাতে প্রদান করছি', পুত্র: 'তোমার শরীর আমাতে গ্রহণ করছি'
দান করছি', পুত্র: 'তোমার সুখ-দুঃখ আমাতে গ্রহণ করছি', পিতা: 'আমার আনন্দ, রতি ও প্রজনন তোমাতে দিচ্ছি', পুত্র: 'তোমার আনন্দ, রতি ও প্রজনন (আমাতে) নিচ্ছি', পিতা: 'আমার গমনাগমন তোমাতে দিচ্ছি', পুত্র: 'তোমার গমনাগমন আমাতে নিচ্ছি' পিতা: 'আমার মনকে তোমাতে দিচ্ছি', পুত্র: 'তোমার মনকে আমাতে নিচ্ছি', পিতা: 'আমার প্রজ্ঞা তোমাতে দিচ্ছি' পুত্র: 'তোমার প্রজ্ঞা আমাতে নিচ্ছি'। যদি সে (পুত্র) এত কথা বলতে অপারগ হয়েই থাকে, তবে সে সংক্ষেপে শুধু (পিতা) বলুক, 'আমি আমার প্রাণকে তোমাতে প্রদান করছি' পুত্র: 'আমি আমাতে তোমার প্রাণকে গ্রহণ করছি'। অতঃপর পুত্র ডানে ঘুরে পূর্ব দিকে অগ্রসর হবে। পিতা পুত্রকে সম্বোধন ক'রে বলুক, 'তোমায় যশ, ব্রহ্মগৌরব (পরিমণ্ডল) ও কীর্তি (সুকীর্তি) হোক!' এরপর পুত্র তার বাম কাঁধের উপর দিয়ে পেছনে তাকাক, পিতার হাত বা আচ্ছাদনে প্রান্ত মুখের সামনে ধ'রে বলুক, 'তুমি স্বর্গলোক ও কাঙ্ক্ষিত সকল প্রাপ্ত হও!' যদি সে (পিতা) সুস্থ হয়েও উঠে, সে পুত্রের অধীনে বসবাস করবে অথবা পরিব্রাজক হোক। আর যদি গত হয় তবে সেভাবেই সাজানো হোক যেভাবে তার সজ্জিত হওয়া উচিত, যেমনটি তার সজ্জিত হওয়া উচিত। ২.১৫

প্রতর্দনো হ বৈ দৈবোদাসিঃ ইন্দ্রস্য প্রিয়ম ধামোপজগাম যুদ্ধেন চ পৌরুষেণ চ, তম হেন্দ্র উবাচ, প্রতর্দন, বরং তে (বৃণীষ্বেতি), স হোবাচ প্রতর্দন (প্রতর্দন, ত্বম এব) মে বৃণীষ্ব যং ত্বং মনুষ্যায় হিততমং মন্যস ইতি তং হেন্দ্র উবাচ, ন বৈ বরো (বর) বরস্মৈ (অবর) বৃণীতে, ত্বং এব বৃণীষ্বেতি, অবরো বৈ কিল মেতি, হোবাচ প্রতর্দনঃ, অথো খল্ব ইন্দ্রঃ সত্যাদ এব নেয়ায় সত্যং হীন্দ্রঃ, তং হেন্দ্র উবাচ, মাং এব বিজানীহি এতদ এবাহং মনুষ্যায় হিততমং মন্যে যন মাং বিজানীয়ান ত্রিশীর্ষাণং ত্বাষ্ট্রং অহনং, অরুন্মুখান যতীং সালাবৃকেভ্য প্রাযচ্ছং, বহ্বী সন্ধা অতিক্রম্য দিবি প্রহ্লাদীয়ান অতৃণং অহং অন্তরীক্ষে পৌলোমান, পৃথিব্যাং কালকঞ্জান, তস্য মে তত্র ন লোম চ নামীয়তে, স যো মাং বেদ ন হ বৈ তস্য কেন চন কর্মণা লোকো মীয়তে, ন স্তেয়েন, ন ভ্রূণহত্যয়া, ন মাতৃবধেন, ন পিতৃবধেন, নাস্য পাপং (চক্রো) চকৃষো মুখান নীলং, বেত্তীতি ॥ ৩.১

দিবোদাস-পুত্র প্রতর্দন যুদ্ধ ও পৌরুষ-গুণেই ইন্দ্রের প্রিয় ধামে পৌঁছেছিলো। ইন্দ্র তাকে বললো, 'প্রতর্দন, (সমরাঙ্গণ)
বর পছন্দ কর'। প্রতর্দন বললো, 'আপনিই আমার হয়ে বরটি পছন্দ করে দিন, যা মানবজাতির জন্য সবচেয়ে
হিতকর হবে'। ইন্দ্র তাকে বললেন, 'যে বর চায় সে অন্যের জন্য বর চায় না, নিজেই পছন্দ কর'। প্রতর্দন বললো,
'তবে আমার জন্য না-বরই বর'। যাহোক, ইন্দ্র সত্য থেকে বিচ্যুত হলেন না, যেহেতু তিনি সত্য। ইন্দ্র তাকে
বললেন, 'আমাকেই জান, এটিই মানবজাতির জন্য হিততম, এই আমি মনে করি — অর্থাৎ কারো উচিত আমাকে
অনুশীলন করা। আমি ত্বষ্ট্রির ত্রি-মস্তক পুত্রকে (বিশ্বরূপকে) বধ করেছি (ঋ ১০.৮.৮-৯, ৩.৩৪.৪, ১০.৯৯.৬ মৈত্রা ১.২.৩.২ ৩.৫.৪.২-৩, ৬.৬.১.১/২২.৭.১.১ তৈস ২.৫.১.১, ৬.২.৪.৯ ক ১২.১০),
আমি যতী অরুন্মুখাদেরকে সালাবৃকদের (বন্য কুকুর) দিয়েছি (মৈত্রা ৭.৫.২(৭.২৮)), বহু চুক্তি লঙ্ঘন করে আমি হত্যা করেছি
প্রহ্লাদীয়দেরকে আকাশে, পৌলমীদেরকে অন্তরীক্ষে, কালকঞ্জদেরকে পৃথিবীতে। তার ফলে আমার একটি লোমও
ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। যে আমাকে এমন জানে সেজন্য তার জীবনের কোনো কর্মের দ্বারাও ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, না চুরির জন্যে, না ভ্রূণ হত্যার জন্যে, না মাতৃহত্যার জন্যে,
না পিতৃহত্যার জন্যে। যদি সে পাপ করতে থাকে, তার মুখের নীল দূর হয় না (অর্থাৎ সে ফ্যাকাসে হয় না)। ৩.১

স হোবাচ, প্রাণোঽস্মি, প্রজ্ঞাত্মা (প্রজ্ঞাত্মা), তং মাং আয়ুর অমৃতং (জীবন অমরত্ব) ইত্য উপাস্স্ব, আয়ুঃ প্রাণঃ, প্রাণো বা আয়ুঃ,
যাবদ্ধ হ্য অস্মিন শরীরে প্রাণো বসতি তাবদ আয়ুঃ, প্রাণেন হ্য এবাস্মিন লোকেঽমৃতত্বং আপ্নোতি (অর্জন করে),
প্রজ্ঞায়া সত্যং সংকল্পং, স যো মাং আয়ুর অমৃতং ইত্য উপাস্তে সর্বম আয়ুর অস্মিন লোক এত্য
আপ্নোতি অমৃতত্বং অক্ষিতিং স্বর্গে লোকে, তদ্ধ ঐক আহুর একভূয়ং বৈ প্রাণা গচ্ছন্তীতি, ন হি
কশ্চন শক্নুয়াত সকৃদ বাচা নাম প্রজ্ঞাপয়িতুং, চক্ষুসা রূপং, শ্রোত্রেন শব্দং, মনসা ধ্যানং, একভূয়ং
বৈ প্রাণা ভূত্বৈকৈকং এতানি সর্বানি প্রজ্ঞাপয়ন্তীতি, বাচং বদন্তীং সর্বে প্রাণা অনুবদন্তি, চক্ষুঃ পশ্যত্
সর্বে প্রাণা অনুপশ্যন্তি, শ্রোত্রং শৃন্বত সর্বে প্রাণা অনুশৃন্বন্তি, মনো ধ্যায়ৎ সর্বে প্রাণা অনুধ্যায়ন্তি,
প্রাণং প্রাণন্তং সর্বে প্রাণা অনুপ্রাণন্তি, এবং উ হৈতদ ইতি হেন্দ্র উবাচাস্তি: ত্ব এব প্রাণানাম্ নিঃশ্রেয়সমিতি

তিনি বললেন, 'আমিই প্রাণ, আমাকে প্রজ্ঞাত্মা রূপে, আয়ু রূপে, অমৃতরূপে উপাসনা কর। আয়ুই প্রাণ, প্রাণই ৩.২
আয়ু। যেহেতু এ শরীরে যতক্ষণ প্রাণ বাস করে ততক্ষণ আয়ুও থাকে, যেহেতু এই প্রাণের জন্যই কেউ এ লোকে
অমৃত পেয়ে থাকে, (আর) প্রজ্ঞার দ্বারা সত্য সংকল্প। যে আমাকে আয়ু ও অমৃত রূপে উপাসনা করে সে

এ লোকে আয়ুর সবটুকুই পেয়ে থাকে আর স্বর্গলোকে অমরত্ব পেয়ে অক্ষত হয়ে ওঠে।' (প্রতর্দন বললো) 'এক্ষেত্রে
অক্ষিতি পেয়ে থাকে অমরত্বকে — এ ব্যাপারে

Topic কেউ কেউ বলে যে প্রাণেরা এক হয়ে ওঠে, না হলে কেউ (একই সময়ে) বাক দিয়ে নাম জানাতে পারে না, চোখ দিয়ে রূপ, কান Date
ইন্দ্রিয়েরা

দিয়ে শব্দ, মন দিয়ে চিন্তা। এক হয়ে উঠে প্রাণেরা একে একে এরা সব বিষয়গুলোকেই অনুভাবন করে; যখন বাক কথা বলে সকল প্রাণও তখন কথা বলে, চোখ দেখলে প্রাণাদিও দেখে, কান শুনলে প্রাণসকলও শুনে, মন ভাবলে প্রাণসকলও ভাবে, প্রাণ প্রাণিত হলে প্রাণ সকলও অনুপ্রাণিত হয়।' 'তা ঠিক এমনটাই', ইন্দ্র
(শ্বাস নিলে) (শ্বাস নেয়)

বললেন, 'আরও রয়েছে এ প্রাণাদির মাঝে নিঃশ্রেয়স প্রবচন।' ৩.২

জীবতি বাগপেতো মূকান্ হি পশ্যামো, জীবতি চক্ষুরপেতোঽন্ধান্ হি পশ্যামো, শ্রোত্রাপেতো

বধিরান্ হি পশ্যামো, জীবতি মনোঽপেতো বালান্ হি পশ্যামো, জীবতি বাহুচ্ছিন্নো জীবত্যূরুচ্ছিন্ন

ইত্যেবং হি পশ্যাম ইত্যথ খলু প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মেদং শরীরং পরিগৃহ্যোত্থাপয়তি, তস্মাদেতদ
ইতি, অথ

এবোক্থমুপাসীতেতি, সৈষা প্রাণে সর্বাপ্তির্যো বৈ প্রাণঃ সা প্রজ্ঞা, যা বা প্রজ্ঞা স প্রাণস্সহ্যেতৌ
এব উক্থম্ উপাসীতেতি — সা — প্রাণ, সহ্যেতৌ

বৃহ.১৩.১

দৃষ্টিরেতদ বিজ্ঞানং, যত্রৈতৎ পুরুষঃ সুপ্তঃ স্বপ্নং ন কঞ্চন পশ্যত্যথাস্মিন প্রাণ এবৈকধা ভবতি,
দৃষ্টির এতদ

তদেনং বাক্ সর্বৈর্নামভিঃ সহাপ্যেতি, চক্ষুঃ সর্বৈঃ রূপৈঃ সহাপ্যেতি, শ্রোত্রং সর্বৈঃ শব্দৈঃ
সহ অপ্যেতি
মিলে যায়

সহাপ্যেতি, মনঃ সর্বৈর্ধ্যানৈঃ সহাপ্যেতি, স যদা প্রতিবুধ্যতে যথাগ্নের্জ্বলতঃ সর্বাদিশো বিস্ফুলিঙ্গা

বিপ্রতিষ্ঠেরন্নেবমেবৈতস্মাদাত্মনঃ প্রাণা যথায়তনং বিপ্রতিষ্ঠন্তে প্রাণেভ্যো দেবা দেবেভ্যো

লোকাঃ, স এষ প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মেদং শরীরং পরিগৃহ্যোত্থাপয়তি, তস্মাদেতদেবোক্থ-
তস্মাদ্ এতদ্ এবোক্থম্

মুপাসীতেতি, সৈষা প্রাণে সর্বাপ্তির্যো বৈ প্রাণঃ সা প্রজ্ঞা যা বা প্রজ্ঞা স প্রাণস্সহ্যেতৌ
উপাসীতেতি — সর্বাপ্তি, যো — প্রাণ, সহ্যেতৌ

সিদ্ধিরেতদ্বিজ্ঞানং যত্রৈতৎপুরুষ আর্তো মরিষ্যন্নাবল্যমেত্য সম্মোহমেতি, তমাহুরুদক্রমী
সিদ্ধির এতদ বিজ্ঞানং — তং আহুর উদক্রমী

চিত্তং, ন শৃণোতি, ন পশ্যতি, ন বাচা বদতি, ন ধ্যায়তি, অথাস্মিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতি,

তদেনং বাক্ সর্বৈর্নামভিঃ সহাপ্যেতি, চক্ষুঃ সর্বৈ রূপৈঃ সহাপ্যেতি, শ্রোত্রং সর্বৈঃ শব্দৈঃ

সহাপ্যেতি, মনঃ সর্বৈঃ ধ্যাতৈঃ সহাপ্যেতি, স যদাস্মাচ্ছরীরাদুৎক্রামতি সহৈবৈতৈঃ সর্বৈরুৎক্রামতি ৩.৩

(লোকে) বাক্‌হীন বাঁচে, তাই আমরা মূক দেখি, চক্ষুহীন বাঁচে তাই আমরা অন্ধ দেখি, শ্রোত্রহীন
কেউ
বাঁচে তাই আমরা বধির দেখি, মনহীন বাঁচে তাই বালক দেখি, কেউ ~~কেউ~~ বাহুহীন, কেউ পাদহীন বাঁচে
অবোধ
তাই তেমনটি আমরা দেখি। তবে প্রাণই সেই প্রজ্ঞাত্মা যে এ শরীরকে পরিগ্রহ ক'রে একে উত্থিত করে, তাই
তারো উচিৎ উক্থ হিসেবে এর উপাসনা করা, যেমনটি বলা হয়ে থাকে। প্রাণেতেই সবকিছু আমরা প্রাপ্ত হই।
একটাই প্রাণেতে সর্বপ্রাপ্তি
যা প্রাণ তাই প্রজ্ঞা, যা প্রজ্ঞা তাই প্রাণ। এই-ই দৃষ্টিভঙ্গী, এই-ই বিজ্ঞান। যখন লোকে এমন সুপ্ত থাকে যে
প্রবেশ
সে ~~কোনো~~ স্বপ্ন দেখে না তখন সে প্রাণে একীভূত হয়ে থাকে। তখন নামসকলসহ বাক তাতে ~~মিশে~~ থাকে, রূপসকল
নিয়ে চোখ তাতে মিশে থাকে, শব্দসকল নিয়ে কান তাতে মিশে থাকে, চিন্তাসকল নিয়ে মন তাতে মিশে থাকে। যখন সে
জেগে ওঠে তখন জ্বলন্ত অগ্নি থেকে যেমন সবদিকে স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে তেমন ক'রে এ আত্মা থেকে প্রাণবায়ুসকল,
প্রাণাদি থেকে দেবাদি ও দেবাদি থেকে লোকাদি যথাযথ গন্তব্যে [illegible] যায়। এই প্রাণই প্রজ্ঞাত্মারূপে এ শরীরকে
পরিগ্রহণ ক'রে একে উত্থিত করে, তাই উক্থ হিসেবে এর উপাসনা করা উচিৎ। এতে প্রাণেতেই আমরা সর্বপ্রাপ্ত
হই। যা প্রাণ তাই প্রজ্ঞা, যা প্রজ্ঞা তাই প্রাণ। এই-ই সিদ্ধি, এই-ই বিজ্ঞান। যখন আর্ত মরণাপন্ন কেউ অরাতি
হয়ে পড়ে
সম্মোহনে আক্রান্ত হয়, তখন বলা হয়, 'ওর চিত্ত উৎক্রান্ত হয়েছে, সে শুনতে পায় না, দেখতে পায় না, ওর বাক কথা
বিদায় নিয়েছে
বলে না, সে ভাবে না', তখন সে প্রাণেতে একীভূত হয়ে যায়, নামাদি নিয়ে বাক তাতে মিশে যায়, রূপাদি নিয়ে চক্ষু
তাতে মিশে যায়, শব্দাদি নিয়ে কান তাতে মিশে যায়, চিন্তাদি নিয়ে মন তাতে মিশে যায় আর যখন উৎক্রান্ত
হয় তখন এ সকলকে নিয়েই সে উৎক্রমিত হয়।

বাগেবাস্মিন্ সর্বাণি নামান্যভিবিসৃজ্যন্তে, বাচা সর্বাণি নামান্যাপ্নোতি, প্রাণ এবাস্মিন্ সর্বে গন্ধা ৩.৩
বাগ্ এবাস্মিন নামান্ অভিবিসৃজ্যন্তে আপ্নোতি প্রাণ
ত্যাগ করে প্রাপ্ত হয়
নি.৩.৪

অভিবিসৃজ্যন্তে, প্রাণেন সর্বান্ গন্ধানাপ্নোতি, চক্ষু দেবাস্মিন্ সর্বাণি রূপান্যভিসৃজ্যন্তে, চক্ষুষা সর্বাণি

রূপান্যাপ্নোতি, শ্রোত্রমেবাস্মিন্ সর্বে শব্দা অভিবিসৃজ্যন্তে, শ্রোত্রেন সর্বাংচ্ছব্দানাপ্নোতি, মন এব
সর্বাং শব্দান

অস্মিন্ সর্বাণি ধ্যাতান্যভিবিসৃজ্যন্তে, মনসা সর্বাণি ধ্যাতান্যাপ্নোতি, সহ হ্যেতাবাস্মিংচ্ছরীরে বসতঃ
সহ হ্য এতাবাস্মিন শরীরে

সহোৎক্রামতোহথ, যথাস্যৈ প্রজ্ঞায়ৈ সর্বাণি ভূতান্যেকং ভবন্তি, তদ্ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥
সহ উৎক্রামতঃ, অথ ভূতানি একং
৩.৪

টিপ্পণী (কেননা প্রাণে সর্বাপ্তির যো বৈ প্রাণঃ সা প্রজ্ঞা যা বা প্রজ্ঞা স প্রাণঃ)

নামসকলকে বাক এতে নির্গত করে (emits), বাকের মাধ্যমে তা সর্ব নামকে প্রাপ্ত হয়। প্রাণ (/ঘ্রাণ) গন্ধসকল এতে ঢেলে দেয়, (প্রাণেতে প্রজ্ঞাত্মায়) (প্রজ্ঞাত্মা /প্রাণ)

Topic — Date

প্রাণের (/ঘ্রাণের) দ্বারা তা গন্ধসকলকে প্রাপ্ত হয়। চোখ সকল রূপকে এতে নির্গত করে, চোখের দ্বারা তা রূপাদিকে প্রাপ্ত হয়। শ্রবণ (কান) সকল শব্দকে এতে নির্গত করে, শ্রবণের দ্বারা তা শব্দসকলকে প্রাপ্ত হয়। মন চিন্তাসকলকে এতে নির্গত করে, মনের দ্বারা তা চিন্তারাশিকে প্রাপ্ত হয়। সেই-ই (হলো) প্রাণেতে সর্বপ্রাপ্তি। উভয় শরীরে (যা প্রাণ তাই-ই প্রজ্ঞা, যা প্রজ্ঞা তাই-ই প্রাণ) এরা (প্রাণ ও প্রজ্ঞাত্মা) সহবাস (একত্রে বাস) করে একত্রেই উৎক্রমণ করে। কেমন সর্বভূত (সত্তা) কীভাবে প্রজ্ঞায় একীভূত হয় তা ব্যাখ্যা করবো— ৩.৪

বাগেবাস্যা একমঙ্গমুদূল্হং (উদূল্হং — উত্তোলিত / সরিয়ে নেওয়া), তস্যৈ নাম পরস্তাৎ (বাইরে) প্রতিবিহিতা (প্রতিবিহিত / সংস্থাপিত) ভূতমাত্রা (বিষয়), প্রাণ এবাস্যা একমঙ্গমুদূল্হং (উদূল্হং), তস্য গন্ধঃ পরস্তাৎ প্রতিবিহিতা ভূতমাত্রা, চক্ষুরেবাস্যা একমঙ্গমুদূল্হং, তস্য রূপং পরস্তাৎ প্রতিবিহিতা ভূতমাত্রা, শ্রোত্রমেবাস্যা একমঙ্গমুদূল্হং, তস্য শব্দঃ পরস্তাৎ প্রতিবিহিতা ভূতমাত্রা, জিহ্বৈবাস্যা একমঙ্গমুদূল্হং তস্যা অন্নরসঃ পরস্তাৎ প্রতিবিহিতা ভূতমাত্রা, হস্তাবেবাস্যা একমঙ্গং উদূল্হং, তয়োঃ কর্ম পরস্তাৎ প্রতিবিহিতা ভূতমাত্রা, শরীরমেবাস্যা একমঙ্গমুদূল্হং, তস্য সুখদুঃখে পরস্তাৎ প্রতিবিহিতা ভূতমাত্রোপস্থ (ভূতমাত্রা, উপস্থ) এবাস্যা একমঙ্গমুদূল্হং, তস্যানন্দো রতিঃ প্রজাতিঃ পরস্তাৎ প্রতিবিহিতা ভূতমাত্রা, পাদাবেবাস্যা (পাদাব এবাস্যা) একমঙ্গমুদূল্হং, তয়োরিত্যাঃ (তয়োর ইত্যাঃ) পরস্তাৎ প্রতিবিহিতা ভূতমাত্রা, মন এবাস্যা একমঙ্গমুদূল্হং, তস্য ধীঃ কামাঃ পরস্তাৎ প্রতিবিহিতা ভূতমাত্রা ॥ ৩.৫

তার (প্রজ্ঞাত্মার) থেকে তুলে নেওয়া (সরিয়ে নেওয়া) বাক এক অঙ্গ, নাম এর বাইরে স্থাপিত (সংস্থাপিত) ভৌতমাত্রা। এর থেকে তুলে নেওয়া প্রাণ (ঘ্রাণ) এক অঙ্গ, গন্ধ এর বাইরে স্থাপিত ভৌতমাত্রা। এর থেকে সরিয়ে নেওয়া চক্ষু এক অঙ্গ, রূপ এর বহিঃস্থ ভৌতমাত্রা। এর থেকে তুলে নেওয়া কান এক অঙ্গ, শব্দ এর বহিঃস্থ ভৌতমাত্রা। এর থেকে তুলে নেওয়া জিহ্বা এক অঙ্গ, অন্নরস (স্বাদ) এর বহিঃস্থ ভৌতমাত্রা। এর থেকে তুলে নেওয়া হাতেরা এক অঙ্গ, কর্ম (কাজ) এর বহিঃস্থ ভৌতমাত্রা। এর থেকে তুলে নেওয়া শরীর এক অঙ্গ, সুখ-দুঃখ এর বহিঃস্থ ভৌতমাত্রা। এর থেকে তুলে নেওয়া উপস্থ এক অঙ্গ, আনন্দ রতি ও প্রজনন তার বহিঃস্থ ভৌতমাত্রা। এর থেকে তুলে নেওয়া পায়েরা এক অঙ্গ, চলাফেরা এর বহিঃস্থ ভৌতমাত্রা। এর থেকে তুলে নেওয়া মন এক অঙ্গ, চিন্তা, কামনা এর বহিঃস্থ ভৌতমাত্রা। ৩.৫

প্রজ্ঞয়া বাচং সমারুহ্য বাচা সর্বাণি নামান্যাপ্নোতি, প্রজ্ঞয়া প্রাণং সমারুহ্য প্রাণেন সর্বান্ গন্ধানাপ্নোতি,

Topic .... Date ....

প্রজ্ঞয়া চক্ষু সমারুহ্য চক্ষুষা সর্বাণি রূপান্যাপ্নোতি, প্রজ্ঞয়া শ্রোত্রং সমারুহ্য শ্রোত্রেণ সর্বাঞ্ছব্দান আপ্নোতি, প্রজ্ঞয়া হস্তৌ সমারুহ্য হস্তাভ্যাং সর্বানি কর্মাণ্যাপ্নোতি, প্রজ্ঞয়া শরীর সমারুহ্য শরীরেণ সুখদুঃখে আপ্নোতি, প্রজ্ঞয়োপস্থং সমারুহ্যোপস্থেনানন্দং রতিং প্রজাতিমাপ্নোতি, প্রজ্ঞয়া পাদৌ সমারুহ্য পাদাভ্যাং সর্বা ইত্যা আপ্নোতি, প্রজ্ঞয়া মনঃ সমারুহ্য মনসা সর্বাণি ধ্যানান্যাপ্নোতি॥ ৩.৬

প্রজ্ঞা বাকে সমারূঢ় (অধিষ্ঠিত) হলে বাক্ (কর্তৃক কেউ) নামসকলকে প্রাপ্ত হয়, প্রজ্ঞা প্রাণে অধিষ্ঠিত হলে প্রাণ (কর্তৃক কেউ) গন্ধসকলকে প্রাপ্ত হয়, প্রজ্ঞা চক্ষুতে সমারূঢ় হলে চক্ষু (কর্তৃক কেউ) রূপসকল প্রাপ্ত হয়, প্রজ্ঞা শ্রোত্রে অধিষ্ঠিত হলে শ্রোত্র (দ্বারা কেউ) শব্দসকলকে প্রাপ্ত হয়, প্রজ্ঞা হাতে সমারূঢ় হলে হাতের (দ্বারা কেউ) কার্যসকলকে প্রাপ্ত হয়, প্রজ্ঞা কর্তৃক উপস্থ অধিষ্ঠিত হলে কেউ উপস্থ কর্তৃক আনন্দ, রতি ও প্রজননকে প্রাপ্ত হয়, প্রজ্ঞা পায়ে সমারূঢ় হলে কেউ পা কর্তৃক চলাফেরা (সকল)কে প্রাপ্ত হয়, প্রজ্ঞা মনে সমারূঢ় হলে কেউ মন দ্বারা চিন্তাসকলকে প্রাপ্ত হয়। ৩.৬

ন হি প্রজ্ঞাপেতা বাঙ্নাম কিঞ্চন প্রজ্ঞাপয়েদন্যত্র মে মনোঽভূদিত্যাহ নাহমেতন্নাম প্রাজ্ঞাসিষ-
(প্রজ্ঞাশূন্য, অন্যত্র — মনোযুক্ত ইতি আহ)
মিতি, ন হি প্রজ্ঞাপেতঃ প্রাণো গন্ধং কঞ্চন প্রজ্ঞাপয়েদন্যত্র মে মনোঽভূদিত্যাহ নাহমেতং গন্ধং প্রাজ্ঞাসিষমিতি, ন হি প্রজ্ঞাপেতং চক্ষূরূপং কিঞ্চন প্রজ্ঞাপয়েদন্যত্র মে মনোঽভূদিত্যাহ নাহং এতং রূপং প্রাজ্ঞাসিষমিতি, ন হি প্রজ্ঞাপেতং শ্রোত্রং শব্দং কঞ্চন প্রজ্ঞাপয়েদন্যত্র মে মনোঽভূদিত্যাহ নাহং এতং শব্দং প্রাজ্ঞাসিষমিতি, ন হি প্রজ্ঞাপেতা জিহ্বান্নরসং কঞ্চন প্রজ্ঞাপয়েদন্যত্র মে মনোঽভূদ ইত্যাহ নাহমেতমন্নরসং প্রাজ্ঞাসিষমিতি, ন হি প্রজ্ঞাপেতৌ হস্তৌ কর্ম কিঞ্চন প্রজ্ঞাপয়েতামন্যত্র মে মনোঽভূদিত্যাহতুর্নাবামেতৎকর্ম প্রাজ্ঞাসিষ্ব ইতি, ন হি প্রজ্ঞাপেতং শরীরং সুখং ন দুঃখং কিঞ্চন প্রজ্ঞাপয়েদন্যত্র মে মনোঽভূদিত্যাহ নাহং এতৎ সুখং ন দুঃখং প্রাজ্ঞাসিষমিতি,

ন হি প্রজ্ঞাপেত উপস্থ আনন্দং ন রতিং ন প্রজাতিং কাঞ্চন প্রজ্ঞাপয়েদন্যত্র মে মনোঽভূদ

ইত্যাহ নাহমেতমানন্দং ন রতিং ন প্রজাতিং প্রাজ্ঞাসিষমিতি, ন হি প্রজ্ঞাপেতৌ পাদাবিত্যাং

কাঞ্চন প্রজ্ঞাপয়েয়াতামন্যত্র নৌ মনোঽভূদিত্যাহতুর্নাবামেতামিত্যাং প্রাজ্ঞাসিষ্ব ইতি,

ন হি প্রজ্ঞাপেতা ধী কাচন সিদ্ধ্যেন্ন প্রজ্ঞাতব্যং প্রজ্ঞায়েত ॥ ৩.৭

প্রজ্ঞা ব্যতীত বাক (আমাকে) কোনো নামই জানাতে জ্ঞাত করাতে পারে না, প্রজ্ঞা লোকে বলে, 'আমার মন অন্যত্র ছিলো, আমি নাম জানতে পারিনি।' প্রজ্ঞা ছাড়া ঘ্রাণ কোনো গন্ধই জানাতে পারে না, লোকে নিজে বলে, 'আমার মন অন্যত্র ছিলো, আমি গন্ধ জানতে পারিনি।' প্রজ্ঞা বিহীন শ্রোত্র কোনো শব্দ জানাতে পারে না, ব্যক্তি বলে, 'আমার মন অন্যত্র ছিলো, আমি শব্দ জ্ঞাত হতে পারিনি।' প্রজ্ঞা বিহীন চক্ষু কোনো রূপই প্রজ্ঞাপিত করতে জানাতে পারে না, সে বলে, 'আমার মন অন্যত্র ছিলো, আমি রূপ প্রজ্ঞাপিত করতে পারিনি।' প্রজ্ঞা ছাড়া জিভ কোনো অন্নরস জানাতে পারে না, সে বলে, 'আমার মন অন্যত্র ছিলো, আমি অন্নরস জ্ঞাত করতে পারিনি।' প্রজ্ঞা ছাড়া হাতেরা কোনো কর্মই জানাতে পারে না, সে বলে, 'আমার আমাদের মন অন্যত্র ছিলো, আমি কাজ জ্ঞাত করতে পারিনি।' প্রজ্ঞা ছাড়া শরীর সুখ দুঃখ জ্ঞাত করতে পারে না, সে বলে, 'আমার মন অন্যত্র ছিলো, আমি সুখ দুঃখ জ্ঞাত করতে পারিনি।' প্রজ্ঞা ছাড়া পায়েরা কোনো চলাফেরা জ্ঞাত করতে পারে না, সে বলে, 'আমাদের মন অন্যত্র ছিলো, আমরা চলাফেরা জ্ঞাত করতে পারিনি।' প্রজ্ঞা ছাড়া উপস্থ কোনো আনন্দ, রতি, প্রজনন জ্ঞাত করতে পারে না, সে বলে, 'আমাদের মন অন্যত্র ছিলো, আমরা আনন্দ, রতি, প্রজনন জ্ঞাত করতে পারিনি।' প্রজ্ঞা ছাড়া কোনো চিন্তাই সিদ্ধ পূর্ণ হতে পারে না, কোনো জ্ঞাতব্য জ্ঞাত হওয়া যায় না। ৩.৭

ন বাচং বিজিজ্ঞাসীত বক্তারং বিদ্যাত্, ন গন্ধং বিজিজ্ঞাসীত ঘ্রাতারং বিদ্যান্ন বিদ্যাৎ, ন রূপং বিজিজ্ঞাসীত দ্রষ্টারং /রূপবিদমিতি

বিদ্যান্ন বিদ্যাৎ, ন শব্দং বিজিজ্ঞাসীত শ্রোতারং বিদ্যাত্, ন অন্নরসং বিজিজ্ঞাসীতান্নরসস্য বিজ্ঞাতারং বিদ্যাত্,

ন কর্ম বিজিজ্ঞাসীত কর্তারং বিদ্যাত্, ন সুখদুঃখে বিজিজ্ঞাসীত সুখদুঃখয়োর্বিজ্ঞাতারং বিদ্যাত্

ন আনন্দং ন রতিং ন প্রজাতিং বিজিজ্ঞাসীতানন্দস্য রতেঃ প্রজাতের্বিজ্ঞাতারং বিদ্যাত্, ন ইত্যাং

বিজিজ্ঞাসীতৈতারং বিদ্যাৎ, ন মনো বিজিজ্ঞাসীত মন্তারং বিদ্যাৎ, তা বা এতা দশৈব ভূতমাত্রা

Topic .... Date ....

অধিপ্রজ্ঞং, দশ প্রজ্ঞামাত্রা অধিভূতং, যদ্ধি ভূতমাত্রা ন স্যুর্ন প্রজ্ঞামাত্রাঃ স্যুঃ, যদ্বা প্রজ্ঞামাত্রা ন স্যুর্ন ভূতমাত্রাঃ স্যুঃ, ন হ্যন্যতরতো রূপং কিঞ্চন সিদ্ধ্যেৎ। নো এতন্নানা তদ্ যথা রথস্যারেষু নেমিরর্পিতা নাভাবরা অর্পিতা এবমেবৈতা ভূতমাত্রাঃ প্রজ্ঞা-মাত্রাস্বর্পিতাঃ, প্রজ্ঞামাত্রাঃ প্রাণেঽর্পিতাঃ (প্রাণে অর্পিতা), স এষ প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মানন্দোঽজরোঽমৃতঃ (প্রজ্ঞাত্মা আনন্দ অজর অমৃত), ন সাধুনা কর্মণা ভূয়ান্ ভবতি নো এবাসাধুনা কনীয়ান্, এষ হ্যেব সাধু কর্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষত এষ উ এবাসাধু কর্ম কারয়তি তং যমধো নিনীষতে, এষ লোকপাল এষ লোকাধিপতিঃ, এষ লোকেশঃ (সর্বেশঃ), স ম আত্মেতি বিদ্যাৎ, স ম আত্মেতি বিদ্যাৎ ॥ ৩.৮

(সেই লোক) বাক্যকে জানার আকাঙ্ক্ষিত না হোক (জিজ্ঞাসিত না করুক), (বরং সে) বক্তাকে জানুক। গন্ধকে জিজ্ঞাসিত না করুক, ঘ্রাতাকে জানুক। রূপকে জিজ্ঞাসিত না করুক, দ্রষ্টাকে জানুক। শব্দকে জিজ্ঞাসিত না করুক, শ্রোতাকে জানুক। অন্নরসকে (খাদ্যের) জিজ্ঞাসিত না করুক, অন্নরসজ্ঞাতাকে (স্বাদগ্রাহককে) জানুক। কর্মকে জিজ্ঞাসিত না করুক, কর্তাকে জানুক। সুখ দুঃখকে জিজ্ঞাসিত না করুক, সুখ-দুঃখ জ্ঞাতাকে জানুক। আনন্দ, রতি, প্রজননকে জানার আকাঙ্ক্ষিত না হোক, আনন্দ-রতি-প্রজননের (জ্ঞাতাকে) জানুক। চলাফেরাকে জানার আকাঙ্ক্ষিত না হোক, চলাফেরাকারীকে জানুক। মনকে জানার আকাঙ্ক্ষিত না হোক, মননকারীকে (মননক্রিয়াকারীকে) জানুক। এ দশ ভূতমাত্রা প্রজ্ঞার অধীন (আশ্রিত), দশ প্রজ্ঞামাত্রা ভূতমাত্রাধীন। যদি কোনো ভূতমাত্রা না থাকতো (হতো), কোনো প্রজ্ঞামাত্রা থাকতো না (হতো); যদি কোনো প্রজ্ঞামাত্রা না থাকতো, (কোনো) ভূতমাত্রা থাকতো না। (একে ছাড়া) অন্যটি থেকে কোনো রূপই (কোনকিছুই) সিদ্ধ (সম্ভব) হয় না, এটা (বিষয় ও বিষয়ী) (প্রাণ, প্রজ্ঞা) ভিন্ন নয়, রথে যেমনটা নেমি অরসমূহে অর্পিত (স্থাপিত) থাকে ও অরাদি নাভিতে (কেন্দ্রে) অর্পিত থাকে, তেমনটাই ভূতমাত্রাসমূহ অর্পিত থাকে (চক্রপরিধি) প্রজ্ঞামাত্রাসমূহে, প্রজ্ঞামাত্রাসমূহ অর্পিত থাকে প্রাণে। সেই প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা, আনন্দ, অজর (জরাহীন), অমৃত (অমর)। কোনো সাধু কর্ম তাকে বর্ধিত (মহান) করে না, কোনো অসাধু কর্ম তাকে ক্ষুদ্র করে না। কেননা, যে সাধু কর্ম করায় তাকে এ লোকসমূহ হতে তিনিই (প্রাণ-প্রজ্ঞাত্মা) ঊর্ধ্বে উন্নীত করেন, ইনিই এ লোকসমূহ থেকে যে অসাধু কর্ম

CONCERN
worldwide

করবে, তাকে সেইভাবে উন্নীত করেন। ইনিই লোকপাল, ইনিই লোকাধিপতি, ইনিই লোকেশ
(বিশ্বপালক) (বিশ্ব অধিপতি) (বিশ্বপ্রভু)
ইনি আমার আত্মা, কেউ জানুক, ইনি আমার আত্মা, লোকে জানুক।

Date: দীক্ষ নিবাস ৩ খৃ ৪২ অগ্র ২৬.৬.৪১ ৩.৮

* অথ হ বৈ গার্গ্যো বালাকিরনূচানঃ সংস্পষ্ট আস, সোঽবসদুশীনরেষু সবসন্ মৎস্যেষু কুরু-
(বালাকপুত্র বালাকি) (খ্যাত) (বাস করতেন) (বিচরণ করতেন) /সত্ত্বাহন-মৎস্যেষু

পঞ্চালেষু কাশিবিদেহেষু ইতি, স হ অজাতশত্রুং কাশ্যং আব্রজ্যোবাচ ব্রহ্ম তে ব্রবাণীতি, তং

হোবাচাজাতশত্রুঃ সহস্রং দদ্ম ইত্যেতস্যাং বাচি জনকো জনক ইতি বা উ জনা ধাবন্তীতি ॥ ৪.১

একদা, গার্গ্য বালাকি (বালাকপুত্র) অনূচান (বিখ্যাত) খ্যাত ছিলেন, তিনি উশীনরদের মধ্যে বাস করতেন আর সত্ত্বাহন-মৎস্যদের মধ্যে,
কুরু-পঞ্চালদের মধ্যে, কাশি-বিদেহীদের মধ্যে বিচরণ করতেন। তিনি কাশির (রাজা) অজাতশত্রুর
কাছে এসে বললেন, 'আমাদের কাছে ব্রহ্ম (সম্বন্ধে) (কথা) বলতে দিন।' অতঃপর অজাতশত্রু তাকে বললেন,
'সহস্র (গরু) দেবো' এমন কথার প্রতি লোকে নিশ্চয়ই 'জনক, জনক' বলতে বলতে ধাবিত হবে। ৪.১

আদিত্যে বৃহৎ, চন্দ্রমস্যন্নম্, বিদ্যুতি সত্যং, স্তনয়িত্নৌ শব্দো, বায়াবিন্দ্রো বৈকুণ্ঠ,

আকাশে পূর্ণম্, অগ্নৌ বিষাসহির ইতি, অপ্সু তেজ ইতি অধিদৈবতং, অথ আধ্যাত্মং আদর্শে

প্রতিরূপশ্ছায়ায়াং দ্বিতীয়ঃ, প্রতিশ্রুৎকায়ামসুর ইতি শব্দে মৃত্যুঃ, স্বপ্নে যমঃ, শরীরে প্রজা-

পতিঃ, দক্ষিণে অক্ষিণী বাচঃ, সব্যেঽক্ষিণি সত্যস্য ॥ ৪.২

আদিত্যে বৃহৎ, চন্দ্রে অন্ন, বিদ্যুতে সত্য, বজ্রে শব্দ, বায়ুতে ইন্দ্র বৈকুণ্ঠ, আকাশে পূর্ণম, আগুনে

বিষাসহি (অজেয়), জলে তেজ - এরা অধিদৈবত (দৈবাধীন)। এখন, আধ্যাত্ম (আত্মাধীন) - আয়নায় প্রতিরূপ, ছায়াতে দ্বিতীয়,

প্রতিধ্বনিতে (জীবন) অসু (অমরত্ব জীবন), শব্দে মৃত্যু, স্বপ্নে যম (মৃত্যুদেব), শরীরে প্রজাপতি (প্রজার অধিপতি), ডান চোখে বাক, বাম
চোখে সত্য ॥ ৪.৩

স হোবাচ বালাকিঃ, য এবৈষ আদিত্যে পুরুষস্তমেবাহমুপাস ইতি, তং হোবাচাজাতশত্রুর্মা
(পুরুষস্তং এবাহং উপাস) (হোবাচ অজাতশত্রুঃ, মা)

মৈতস্মিন্ সংবাদয়িষ্ঠাঃ বৃহৎ পাণ্ডুরবাসা অতিষ্ঠাঃ সর্বেষাং ভূতানাং মূর্ধেতি বা অহমেতমুপাস
(অহম এতং উপাস) খা২০.২০.১

* বৃহ ২.১-

ইতি, স যো হৈতমেবমুপাস্তেঽতিষ্ঠাঃ সর্বেষাং ভূতানাং মূর্ধা ভবতি ॥ ৪.৩
হৈতম্ পরম উপাস্তে অতিষ্ঠাঃ

Topic .... Date ....

বালাকি বললেন, 'যে পুরুষ আদিত্যে রয়েছেন, তাকেই আমি উপাসনা করি।' তাকে অজাতশত্রু বললেন, 'এ ব্যাপারে তর্কাতর্কি নয়। আমি তাঁকে বৃহৎ, সফেদ-বসন, সর্বোপরি, সর্বভূতের প্রধান হিসেবে উপাসনা করি। যে তাঁকে এভাবে উপাসনা করে সে হয়ে ওঠে সর্বোপরি, সর্বভূতের প্রধান।' ৪.৩

স হোবাচ বালাকিঃ, য এবৈষ চন্দ্রমসি পুরুষস্তং এবাহম্ উপাস ইতি, তং হোবাচ অজাতশত্রুঃ, মা মৈতস্মিন সংবাদয়িষ্ঠাঃ অন্নস্যাত্মেতি বা অহম এতং উপাস ইতি, স যো হৈতং এবং উপাস্তে অন্নস্যাত্মা ভবতি ॥ ৪.৪

বালাকি বললো, 'চন্দ্রে যে পুরুষ, আমি তাঁর উপাসনা করি।' তাকে অজাতশত্রু বললো, 'এ ব্যাপারে তর্কাতর্কি নয়। আমি তাঁকে অন্নাত্মা হিসেবে উপাসনা করি। যে তাঁকে এভাবে উপাসনা করে, সে অন্নাত্মা হয়ে ওঠে।' ৪.৪

স হোবাচ বালাকিঃ, য এবৈষ বিদ্যুতি পুরুষস্তং এবাহম উপাস ইতি, তং হোবাচ অজাতশত্রুঃ, মা মৈতস্মিন সংবাদয়িষ্ঠাঃ সত্যস্যাত্মেতি বা অহম এতম উপাস ইতি, স যো (তেজসস্যাত্মা) হৈতং এবম উপাস্তে, সত্যস্যাত্মা ভবতি। ৪.৫

বালাকি বললো, 'বিদ্যুতে যে পুরুষ আছেন, আমি তার উপাসনা করি।' 'এ ব্যাপারে তর্কবিতর্ক নয়', তাকে বললো অজাতশত্রু, 'আমি তাঁকে সত্যাত্মা (সত্যের আত্মা) হিসেবে উপাসনা করি, যে তাঁকে এভাবে উপাসনা করে, সে সত্যের আত্মা হয়ে ওঠে।' ৪.৫

স হোবাচ বালাকির্য এবৈষ স্তনয়িত্নৌ পুরুষস্তমেবাহমুপাস ইতি তং হোবাচ অজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্ সংবাদয়িষ্ঠাঃ শব্দস্যাত্মেতি বা অহমেতমুপাস ইতি, স যো হৈতমেবমুপাস্তে শব্দস্যাত্মা ভবতি ॥ ৪.৬

বালাকি বললো, 'বজ্রে যে পুরুষ রয়েছেন, আমি তার উপাসনা করি।' অজাতশত্রু বললো, 'এ

ব্যাপারে তর্কাতর্কি নয়। শব্দের আত্মা হিসেবে আমি তাঁকে উপাসনা করি, যে তাঁকে এভাবে

উপাসনা করে সে শব্দের আত্মা হয়ে ওঠে।' ৪.৬

স হোবাচ বালাকির্য এবৈষ বায়ৌ পুরুষস্তমেবাহমুপাস ইতি তং হোবাচাজাতশত্রুর্মা
মৈতস্মিন্ সংবাদয়িষ্ঠা ইন্দ্রো বৈকুণ্ঠোঽপরাজিতা সেনেতি বা অহমেতমুপাস ইতি স
যো হৈতমেবমুপাস্তে জিষ্ণুর্হ বা অপরাজয়িষ্ণুরন্যতস্ত্যজায়ী ভবতি ॥ ৪.৭

বালাকি বললো, 'বায়ুতে যে পুরুষ রয়েছেন, আমি তার উপাসনা করি।' অজাতশত্রু তাকে
বললো, 'এ ব্যাপারে তর্কাতর্কি নয়। আমি তাঁকে অপরাজিত সেনাদল ইন্দ্র বৈকুণ্ঠ হিসেবে উপাসনা
করি। যে এভাবে তাঁর উপাসনা করে সে জয়শীল, অপরাজিত, ~~অন্যকে জয়কারী~~ অন্যের উপর বিজয়ী হয়ে ওঠে।' ৪.৭

স হোবাচ বালাকির্য এবৈষ আকাশে পুরুষস্তমেবাহমুপাস ইতি তং হোবাচাজাতশত্রুর্মা
মৈতস্মিন্ সংবাদয়িষ্ঠাঃ পূর্ণমপ্রবৃত্তি ব্রহ্মেতি বা অহমেতমুপাস ইতি স যো হৈতমেবমুপাস্তে
পূর্যতে প্রজয়া পশুভির্যশসা ব্রহ্মবর্চসেন স্বর্গেণ লোকেন সর্বমায়ুরেতি ॥ ৪.৮

বালাকি বললো, 'আকাশে যে পুরুষ, আমি তাঁর উপাসনা করি।' অজাতশত্রু তাকে বললো, 'এ
ব্যাপারে তর্কাতর্কি নয়। আমি তাঁকে পূর্ণ অপ্রবৃত্তি ব্রহ্ম হিসেবে উপাসনা করি, যে তাঁকে এভাবে
উপাসনা করে সন্তান, পশু, যশ, ব্রহ্মবর্চস ও স্বর্গলোকে সর্বায়ুতে পূর্ণ হয়ে ওঠে।' ৪.৮

স হোবাচ বালাকির্য এবৈষ অগ্নৌ পুরুষস্তমেবাহমুপাস ইতি তং হোবাচাজাতশত্রুর্মা
মৈতস্মিন্ সংবাদয়িষ্ঠা বিষাসহিরিতি বা অহমেতমুপাস ইতি স যো হৈতমেবমুপাস্তে
বিষাসহির্হ বা অন্যেষু ভবতি ॥ ৪.৯

বালাকি বললো, 'আগুনে যে পুরুষ আছেন, আমি তাঁর উপাসনা করি।' অজাতশত্রু তাকে
বললো, 'এ ব্যাপারে তর্কাতর্কি নয়। আমি তাঁকে বিষহারক হিসেবে উপাসনা করি, যে তাঁকে
এভাবে উপাসনা করে, সে অন্যদের মাঝে অত্যন্ত বিষম সহনশীল হয়।' ৪.৯

- বিষাসহি: বিবিধ সহনশীল বিষম সহনশীল

স হোবাচ বালাকির্য এবৈষ অপ্সু পুরুষস্তমেবাহমুপাস ইতি তং হোবাচাজাতশত্রুর্মা

Topic .... Date ....

মৈতস্মিন্ সংবাদয়িষ্ঠাস্তেজস আত্মেতি বা অহমেতমুপাস ইতি স যো হৈতমেবমুপাস্তে

তেজস আত্মা ভবতীত্যধিদৈবতমথাধ্যাত্মম্ ॥ ৪.১০

বালাকি বললো, 'জলে যে পুরুষ আছেন, আমি তার উপাসনা করি।' তাকে অজাতশত্রু বললেন, 'এ ব্যাপারে তর্কাতর্কি নয়। তেজের আত্মারূপে আমি তাঁকে উপাসনা করি। যে তাঁকে এরূপে উপাসনা করে সে তেজের আত্মা হয়ে ওঠে।' দেবতাদের (পর) এবার আধ্যাত্মিক বিষয় - ৪.১০

স হোবাচ বালাকির্য এবৈষ আদর্শে পুরুষস্তমেবাহমুপাস ইতি তং হোবাচাজাতশত্রুর্মা

মৈতস্মিন্ সংবাদয়িষ্ঠাঃ প্রতিরূপ ইতি বা অহমেতমুপাস ইতি স যো হৈতমেবমুপাস্তে

প্রতিরূপো হৈবাস্য প্রজায়ামাজায়তে নাপ্রতিরূপঃ ॥ ৪.১১

বালাকি বললো, 'আয়নায় যে পুরুষ আছেন, আমি তাঁর উপাসনা করি।' অজাতশত্রু তাকে বললেন, 'এ ব্যাপারে তর্কাতর্কি নয়। আমি তাঁকে প্রতিরূপ রূপে উপাসনা করি, যে এরূপে তাঁর উপাসনা করে তার প্রতিরূপ সন্তান জন্মায়, অসদৃশ নয়।
সমৃদ্ধ ৪.১১

স হোবাচ বালাকির্য এবৈষ ছায়ায়াং পুরুষস্তমেবাহমুপাস ইতি তং হোবাচাজাতশত্রুর্মা

মৈতস্মিন্ সংবাদয়িষ্ঠা দ্বিতীয়োঽনপগ ইতি বা অহমেতমুপাস ইতি স যো হৈতমেবমুপাস্তে
অনন্য
অচ্ছেদ্য
অবিচ্ছেদ্য

বিন্দতে দ্বিতীয়াদ্ দ্বিতীয়বান্ হি ভবতি ॥

দ্বিতীয় হতে সন্তানযান
স্ত্রী হতে ৪.১২

বালাকি বললো, 'ছায়াতে যে পুরুষ আছেন, আমি তাঁর উপাসনা করি।' অজাতশত্রু তাকে বললো, 'এ ব্যাপারে তর্কাতর্কি নয়। আমি অবিচ্ছেদ্য দ্বিতীয়রূপে তাঁকে উপাসনা করি, যে এরূপে তাঁর উপাসনা করে তার দ্বিতীয় হতে প্রাপ্ত হয় ও দ্বিতীয়কে প্রাপ্ত হয়।
স্ত্রী সন্তানাদিকে

স হোবাচ বালাকির্য এবৈষ প্রতিশ্রুৎকায়াং পুরুষস্তমেবাহমুপাস ইতি তং হোবাচ ৪.১২

অজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্ সংবাদয়িষ্ঠা অসুরিতি বা অহমেতমুপাস ইতি স যো হৈত-
মেবমুপাস্তে ন পুরা কালাৎ সম্মোহমেতি ॥ ৪.১৩
[পূর্বে কালের]

বালাকি বললো, 'প্রতিচ্ছায়াতে যে পুরুষ রয়েছেন, আমি তাঁর উপাসনা করি।' তাকে অজাতশত্রু বললো, 'এ ব্যাপারে তর্কাতর্কি নয়। আমি তাঁকে অসুরূপে [জীবনী] উপাসনা করি, যে তাঁকে এরূপে উপাসনা করে, সে তার কালের (পূর্ণ হওয়ার) পূর্বে অচেতন [সম্মোহিত] হয় না। ৪.১৩

স হোবাচ বালাকির্য এবৈষ শব্দে পুরুষস্তমেবাহমুপাস ইতি তং হোবাচাজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্ সংবাদয়িষ্ঠা মৃত্যুরিতি বা অহমেতমুপাস ইতি স যো হৈতমেবমুপাস্তে ন পুরা কালাৎপ্রৈতীতি ॥ ৪.১৪

বালাকি বললো, 'শব্দে যে পুরুষ আছেন আমি তাঁর উপাসনা করি।' অজাতশত্রু তাকে বললো, 'এ ব্যাপারে তর্কাতর্কি নয়। আমি তাঁকে মৃত্যুরূপে উপাসনা করি। যে তাঁকে এরূপে উপাসনা করে সে তার কালের পূর্বে মারা যায় না। ৪.১৪

স হোবাচ বালাকির্য এবৈতৎপুরুষঃ সুপ্তঃ স্বপ্নয়া চরতি তমেবাহমুপাস ইতি তং হোবাচ অজাতশত্রুর্, মা মৈতস্মিন্ সংবাদয়িষ্ঠা যমো রাজেতি বা অহমেতমুপাস ইতি স যো হৈতমেবমুপাস্তে সর্বং হাস্মা ইদং শ্রৈষ্ঠ্যায় যম্যতে ॥ ৪.১৫

বালাকি বললো, 'সুপ্ত [ঘুমন্ত অবস্থায়] স্বপ্নে যে পুরুষ বিচরণ করেন, আমি তাঁর উপাসনা করি।' অজাতশত্রু তাকে বললো, 'এ ব্যাপারে তর্কাতর্কি নয়। যম রাজা রূপে আমি তাঁকে উপাসনা করি। যে তাঁকে এরূপে উপাসনা করে তার শ্রেষ্ঠত্বের কাছে এখানকার সবকিছু অবদমিত (√যম) থাকে। ৪.১৫

স হোবাচ বালাকির্য এবৈষ শরীরে পুরুষস্তমেবাহমুপাস ইতি তং হোবাচাজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্ সংবাদয়িষ্ঠা প্রজাপতিরিতি বা অহমেতমুপাস ইতি স যো হৈতমেবমুপাস্তে

প্রজায়তে প্রজয়া পশুভির্যশসা ব্রহ্মবর্চসেন স্বর্গেণ লোকেন সর্বমায়ুরেতি ॥ ৪.১৬

Topic .... Date ....

বালাকি বললো, 'আমি এ শরীরে যে পুরুষ রয়েছেন তাঁর উপাসনা করি।' অজাতশত্রু তাঁকে বললো, 'এ ব্যাপারে তর্কাতর্কি নয়। আমি তাঁকে প্রজাপতিরূপে উপাসনা করি। যে তাঁকে এরূপে উপাসনা করে সে সন্তানে, পশুতে, যশে, ব্রহ্মবর্চসে (জ্ঞানে), স্বর্গ লোকে, পূর্ণ আয়ুতে বর্ধিত হয়ে ওঠে। ৪.১৬

স হোবাচ বালাকির্য এবৈষ দক্ষিণেঽক্ষিণি পুরুষস্তমেবাহমুপাস ইতি তং হোবাচ অজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্ সংবাদয়িষ্ঠা বাচ আত্মাগ্নেরাত্মা জ্যোতিষ আত্মেতি বা অহমেতং উপাস ইতি স যো হৈতমেবমুপাস্তে এতেষাং সর্বেষামাত্মা ভবতি ॥ ৪.১৭

বালাকি বললো, 'ডান চোখে যে পুরুষ আছেন, আমি তাঁর উপাসনা করি।' অজাতশত্রু তাকে বললো, 'এ ব্যাপারে তর্কাতর্কি নয়। আমি তাঁকে বাকের আত্মা, অগ্নির আত্মা, জ্যোতির আত্মা রূপে উপাসনা করি। যে তাঁকে এরূপে উপাসনা করে সে এ সকলের আত্মা হয়ে ওঠে। ৪.১৭

স হোবাচ বালাকির্য এবৈষ সব্যেঽক্ষিণি পুরুষস্তমেবাহমুপাস ইতি তং হোবাচাজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্ সংবাদয়িষ্ঠাঃ সত্যস্যাত্মা বিদ্যুত আত্মা তেজস আত্মেতি বা অহমেতমুপাস ইতি স যো হৈতমেবমুপাস্তে এতেষাং সর্বেষামাত্মা ভবতি ॥ ৪.১৮

বালাকি বললো, 'বাম চোখে যে পুরুষ আছেন, আমি তাঁর উপাসনা করি।' অজাতশত্রু বললো তাকে, 'এ ব্যাপারে তর্কাতর্কি নয়। আমি তাঁকে সত্যের আত্মা, বিদ্যুতের আত্মা, তেজের আত্মা রূপে উপাসনা করি। যে তাঁকে এরূপে উপাসনা করে সে এ সকলের আত্মা হয়ে ওঠে। ৪.১৮

তত উ হ বালাকিস্তূষ্ণীমাস, তং হোবাচাজাতশত্রুরেতাবন্নু বালাকা৩ ইত্যেতাবদ্ধীতি হোবাচ
বালাকিস্তূষ্ণীম্ আস — হোবাচ অজাতশত্রুং, এতাবন্নু উ — ইতি, এতাবদ্ ইতি

বালাকিস্তং হোবাচাজাতশত্রুর্মৃষা বৈ খলু মা সংবাদয়িষ্ঠা ব্রহ্ম তে ব্রবাণীতি, যো বৈ
বালাকিঃ, তং হোবাচ অজাতশত্রুং, মৃষা

বালাকে এতেষাং পুরুষাণাং কর্তা, যস্য বৈ তৎকর্ম, স বৈ বেদিতব্য ইতি, তত উ হ বালাকিঃ

সমিৎপাণিঃ প্রতিচক্রম উপায়ানীতি, তং হোবাচাজাতশত্রুঃ, প্রতিলোমরূপমেব তন্মন্যে যৎ ক্ষত্রিয়ো

Topic .... বিপরীত দুর্লভ প্রথা Date ....

ব্রাহ্মণমুপনয়েতৈহি ব্যেব, ত্বা জ্ঞপয়িষ্যামীতি, তং হ পাণাবভিপদ্য প্রবব্রাজ তৌ হ সুপ্তং পুরুষমা-
ব্রাহ্মণং উপনয়েতৈহি পাণাব অভিপদ্য পুরুষম্ ×

জগ্মতুঃ তং হাজাতশত্রুরামন্ত্রয়াঞ্চক্রে বৃহৎ পাণ্ডরবাস : সোম রাজন্নিতি স উ হ শিশ্য এব, তত উ
আজগ্মতু, তং হাজাতশত্রু আমন্ত্রয়াঞ্চক্রে রাজন্ ইতি,
নীরবে শায়িত

হৈনং যষ্ট্যাবিচিক্ষেপ স তত এব সমুত্তস্থৌ তং হোবাচাজাতশত্রুঃ, ক্বৈষ এতদ্বালাকে পুরুষোঽ-

শয়িষ্ট, ক্বৈতদভূৎ কুত এতদাগাদিতি, তত উ হ বালাকির্ন বিজজ্ঞে, তং হোবাচাজাতশত্রুর্যত্রৈষ
ক্বৈতদ অভূৎ, কুত এতদ আগাদ ইতি হোবাচ অজাতশত্রু, যত্রৈষ

এতদ্বালাকে পুরুষোঽশয়িষ্ট, যত্রৈতদভূদ্যত এতদাগাদিতি, হিতা নাম পুরুষস্য নাড্যো হৃদয়াৎ
যত্রৈতদ অভূত, যত এতদ আগাদ ইতি

পুরীততমভিপ্রতন্বন্তি, তদ্যথা সহস্রধা কেশো বিপাটিতস্তাবদণ্ব্যঃ পিঙ্গলস্যাণিম্না তিষ্ঠন্তি,
অভিপ্রতন্বন্তি তদ যথা বিপাটিতস তাবদ অণ্ব্যঃ

শুক্লস্য কৃষ্ণস্য পীতস্য লোহিতস্য চ, তাসু তদা ভবতি যদা সুপ্তঃ স্বপ্নং ন কঞ্চন পশ্যতি ॥ ৪.১৯

অতঃপর বলাকপুত্র নীরবতা অবলম্বন করলো, তাকে অজাতশত্রু বললো, 'এটুকুই কি বালাকি?' বালাকি বললো 'এটুকুই।' অজাতশত্রু তাকে বললো, 'বৃথাই আপনি এ বাগাড়ম্বর চালিয়েছেন, (যিনি ব'লেছে) "আপনাদের কাছে ব্রহ্ম (কথা) বলতে দিন"; হে বালাকি! যিনি (আপনার কথিত) এ পুরুষদের কর্তা, এ সকল যার কর্ম, তিনিই বেদিতব্য (জ্ঞাতব্য)।' অতঃপর বালাকি সমিৎপাণি-হাতে এলো, 'আমায় শিষ্য করুন।' অজাতশত্রু তাকে বললো, 'প্রথার বিপরীতে হলেও আমি ক্ষত্রিয়ের কাছে ব্রাহ্মণের শিষ্যত্ব ব্যবস্থিত করবো। আসুন আপনাকে জানতে (জানাতে) সাহায্য করি।' তার হাত ধ'রে সে হাঁটতে লাগলো। তারা এক ঘুমন্ত ব্যক্তির কাছে এলো, অজাতশত্রু তাকে উদ্দেশ্য ক'রে বললো, 'হে বৃহৎ শুভ্রবসনা সোম রাজা', সে নীরবেই শায়িত রইলো। তারপর ঘুমন্তকে একটি লাঠি দিয়ে সে তাকে ঠেললো, সে তৎক্ষণাৎ জেগে উঠলো। অজাতশত্রু তাকে বললো, 'হে বালাকি! এ (তা) (ঘু) ব্যক্তি কোথায় শায়িত ছিলো? সে কোথায় ছিলো (তার কী ঘটলো)? সে কোত্থেকে ফিরে এলো?' এ ব্যাপারে বালাকি জানতো না। অজাতশত্রু তাকে বললো, 'হে বালাকি! লোকটি কোথায় শায়িত ছিলো, তার কী ঘটেছিলো, কোত্থেকে সে ফিরে এলো, যেমনটা আমি জানতে চেয়েছিলাম, তা হলো লোকে ব্যক্তির হিত নামক স্নায়ুসমূহ যা হৃদয় থেকে ঘুরে শরীরে বিস্তৃত হয়; কেশ যেমনটা সহস্রধারায় বিভক্ত থাকে (সহস্র ধারায় বিভক্ত কেশের মত), এরা (হিতগুলো) শ্বেত, (পীত) (পিঙ্গল) কৃষ্ণ, পীত ও লোহিত (বর্ণের) উপাদান (রস)। এগুলোতে যখন সে ঘুমন্ত থাকে সে কোনো স্বপ্ন দেখে না। (যখন সে ঘুমন্ত থাকে, কোনো স্বপ্ন দেখে না, তখন সে এগুলোতে (হিতনাড়ীতে) থাকে।) ৪.১৯

● কৃষ্ট ৪.৬.২০

অথাস্মিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতি, তদৈনং বাক সর্বৈর্নামভিঃ সহাপ্যেতি, চক্ষুঃ সর্বৈঃ রূপৈঃ সহাপ্যেতি,
অথাস্মিন প্রাণ তদ এনং সর্বৈর নামভিঃ সহ অপি ইতি
আয়

শ্রোত্রং সর্বৈঃ শব্দৈঃ সহাপ্যেতি, মনঃ সর্বৈর্ধ্যাতৈঃ সহাপ্যেতি, স যদা প্রতিবুধ্যতে যথাগ্নের্জ্বলতঃ

সর্বা দিশো বিস্ফুলিঙ্গা বিপ্রতিষ্ঠেরন্নেবমেবৈতস্মাদাত্মনঃ প্রাণা যথায়তনং বিপ্রতিষ্ঠন্তে, প্রাণেভ্যো
বিপ্রতিষ্ঠেরন্ এবম এবৈতস্মাদ আত্মনঃ

দেবা দেবেভ্যো লোকাঃ, স এষ প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মেদং শরীরমাত্মানমনুপ্রবিষ্ট আলোমভ্য
শরীরং আত্মানং অনুপ্রবিষ্ট

আনখেভ্যস্তদ্যথা ক্ষুরঃ ক্ষুরধানে অবোপহিতো বিশ্বম্ভরো বা বিশ্বম্ভরকুলায়, এবমেবৈষ
আনখেভ্য, তদ যথা
আত্মন

প্রজ্ঞাত্মেদং শরীরমাত্মানমনুপ্রবিষ্ট আলোমভ্য আনখেভ্যস্তমেতমাত্মানমেত আত্মানো
আনখেভ্যঃ, তং এতং আত্মানং এত

অন্ববস্যন্তে যথা শ্রেষ্ঠিনং স্বাস্তদ্যথা শ্রেষ্ঠী স্বৈর্ভুংক্তে যথা বা স্বাঃ শ্রেষ্ঠিনং ভুঞ্জন্ত্য-
স্বাস তদ যথা স্বৈর ভুংক্তে ভুঞ্জন্তি

এবমেবৈষ প্রজ্ঞাত্মৈতৈরাত্মভির্ভুংক্তে: এবমেবৈত আত্মান এতমাত্মানং ভুঞ্জন্তি, স যাবদ্ধ বা
এবং এবৈষ প্রজ্ঞাত্মৈতৈর আত্মভির্ভুংক্তে এবং এবৈত এতং আত্মানং

ইন্দ্র এতমাত্মানং ন বিজজ্ঞে, তাবদেনমসুরা অভিবভূবুঃ, স যদা বিজজ্ঞেঽথ হত্বাসুরান
তাবদ এনম অসুরা

বিজিত্য, সর্বেষাং চ দেবানাং, সর্বেষাং চ ভূতানাং শ্রৈষ্ঠ্যং স্বারাজ্যমাধিপত্যং পর্যৈৎ, তথো
স্বারাজ্যং, আধিপত্যং পর্যৈৎ ই

এবৈবং বিদ্বান্ সর্বান্ পাপ্মনোঽপহত্য সর্বেষাং চ ভূতানাং শ্রৈষ্ঠ্যং, স্বারাজ্যমাধিপত্যং পর্যেতি
স্বারাজ্যং, আধিপত্যং

য এবং বেদ, য এবং বেদ ॥

৪.২০

তারপর এই প্রাণেরই সে এক হয়ে ওঠে, তখন নামসকল বাক(প্রাণ)এ প্রাপ্ত হয়, রূপসকল সহ চক্ষুকে প্রাপ্ত হয়, শব্দসকল সহ শ্রোত্রকে প্রাপ্ত হয়, চিন্তাসকল সহ মনকে প্রাপ্ত হয়। যখন সে জেগে ওঠে, (অগ্নি জ্বললে) অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যেমন সর্বদিকে ছড়িয়ে পড়ে তেমন করে এ আত্মা থেকে প্রাণেরা তাদের যথাযথ স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়; প্রাণাদি থেকে দেবাদি (ইন্দ্রিয়াদি): দেবাদি থেকে লোকাদি (এভাবেই তারা যথাযথ স্থানে ছড়িয়ে পড়ে)। এ সেই প্রাণ যা প্রজ্ঞাত্মা, তা এই শরীরাত্মায় অনুপ্রবেশ করে এবং

লোম ও নখ অবধি ঠিক তেমনভাবে যেমনভাবে ক্ষুরধানে ক্ষুর বা অগ্নিস্থানে অগ্নি লুকানো থাকে।

প্রজ্ঞাত্মার লোম ও নখ অবধি অনুপ্রবিষ্ট এ প্রজ্ঞাত্মার ওপর অন্য আত্মারা নির্ভর করে যেমন (অনুসরণ করে) ভাবে যেমনভাবে শ্রেষ্ঠের (নেতার) ওপর (নির্ভর করে) তার লোকেরা (স্বজনেরা), যেমনটি শ্রেষ্ঠ উপভোগ করে স্ব(লোকদেরকে) বা ~~অন্য স্বজনেরা~~ শ্রেষ্ঠের সেবায় নিয়োজিত স্ব লোকেরা; ঠিক তেমনি এই প্রজ্ঞাত্মা ও আত্মাদি উপভোগ করে, ~~এ অনুসারে~~ বা সেই আত্মার (প্রজ্ঞাত্মার) সেবায় নিয়োজিত এ আত্মারা (উপভোগ করে পরস্পরকে)।

যতদিন না ইন্দ্র এ আত্মাকে জেনেছিলেন, ততদিন অসুরেরা তাকে পরাভূত ক'রে রেখেছিলেন। যখন সে জানলো, তখন অসুরদেরকে হত ও বিজিত ক'রে সর্বদেব ও সর্বভূতের শ্রেষ্ঠত্ব, স্বারাজ্য ও আধিপত্য অর্জন করলো। একইভাবে, যে এটা জানে, সকল পাপ্মনকে (সম্পদ) হত করে সর্বভূতের শ্রেষ্ঠত্ব, স্বারাজ্য ও আধিপত্য অর্জন করে — যে এটা জানে, যে এটা জানে। ৪.২০